মায়া-মৃগ।

(দৃশ্যকাব্য)

শ্রীকাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"অথেদং রক্ষোভিঃ কপটহরিণচ্ছদ্মবিধিনা
তথা বৃত্তং পাপৈর্ব্যথয়তি যথা ক্ষালিতমপি।
জনস্থানে শূন্যে বিকলকরণৈরার্য্যচরিতৈ
রপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্॥"

ভবভূতি।

গুপ্তপ্রেশ।

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১২৮৬।

শ্রী মতিলাল দাস কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

গ্রন্থোৎসর্গ।

বিদ্যাদি গুণসম্পন্ন ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

আর্য্য!

অধ্যয়নকালে আপনি আমাকে অশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করিতেন; আর এই গ্রন্থ খানিও আপনার আদেশ অনুসারে রচিত; অতএব ইহাকে আপনার শ্রীচরণোপান্তেই অর্পণ করিলাম। সামান্য জন রচিত, বিরূপবেশী, এই দৃশ্যকাব্য খানি যদি আপনার কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ফলতঃ, ভবাদৃশ ব্যক্তির সমক্ষে এরূপ অনুপযুক্ত উপহার আনয়ন করা, দারুণ প্রগল্‌ভতার কার্য্য। ভরসা এই—কৃষক প্রদত্ত জলাঞ্জলি-উপহার সম্রাট্ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয় নাই। অলমতি বিস্তরেণ।

চিরবিনয়াবনত

শ্রীকাশীন্দ্র——
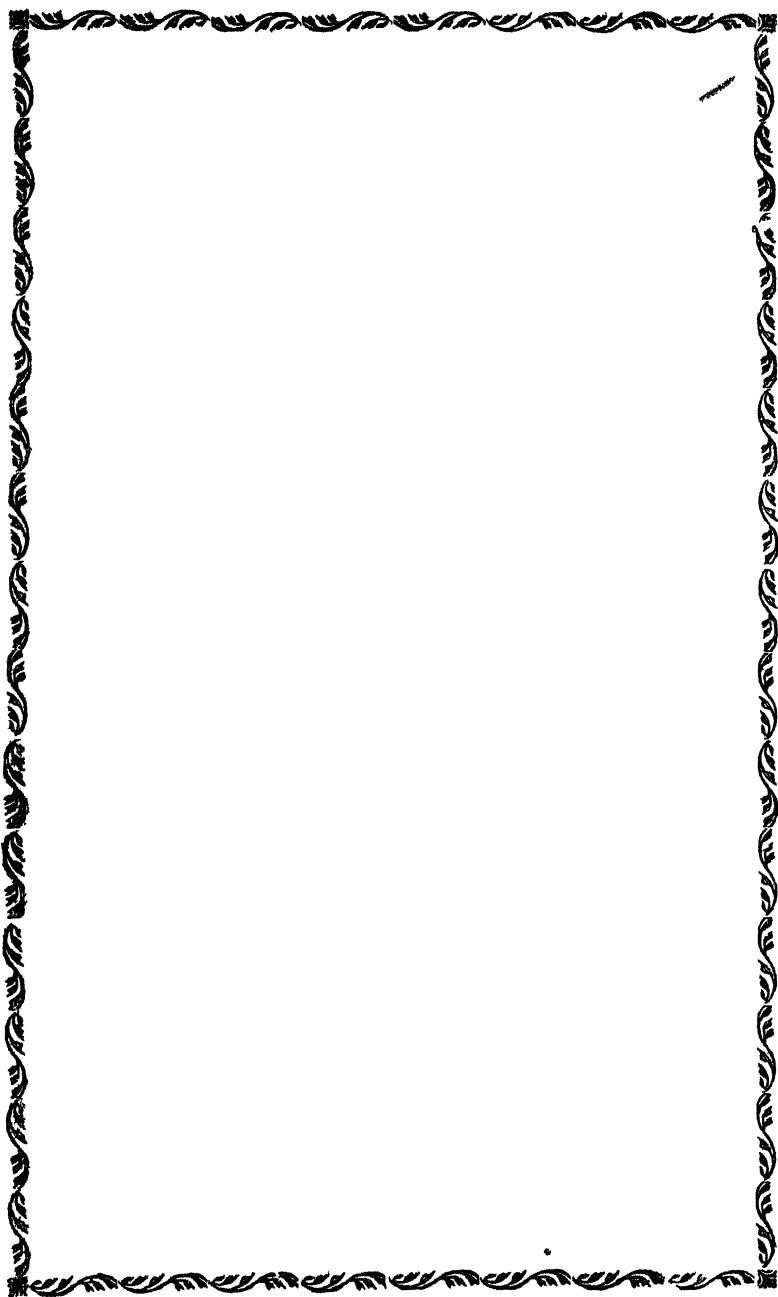
ভূমিকা।

—০—

কিয়ৎকাল অতীত হইল, সুপ্রসিদ্ধ 'রাম-বনবাস' গ্রন্থকর্ত্তা, বিখ্যাতনামা, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভুষণ মহাশয়, মহাকাব্য রামায়ণের সীতা-হরণাংশ অবলম্বন করিয়া, একখানি দৃশ্য কাব্য রচনা করিতে আমাকে আদেশ করেন। ঈদৃশ ব্যাপার যে মাদৃশ জনের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা মনে জানিয়াও, মহতের আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয় জ্ঞানেই, 'মায়া-মৃগ' নামে এই দৃশ্যকাব্য খানি রচনা করি। মায়া-মৃগ যেরূপ সুচিত্রিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। একে নূতন চিত্রকর, তাহাতে আবার নৈপুণ্যবিহীন, সুতরাং চিত্রটী যে সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র ; তবে যদি আমার ভাগ্যক্রমে 'মায়া-মৃগ' সকলের সুনেত্রে পতিত হয়, বলিতে পারি না। সাহিত্য-ভাণ্ডারে নানাবিধ উজ্জ্বল মণি থাকিতেও এই সামান্য কাচমণি উহাতে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইল ; মনে জানি—রত্নাকরে জঘন্য শম্বূকও স্থান পায়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, এই দৃশ্যকাব্য খানি, ঘোলার অবৈতনিক নাট্যসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ, 'সীতা-হরণ' নামে অভিনীত করিয়া আমার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এবং আমার পরম বান্ধব, বিদ্যোৎসাহী, ঘোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইহার প্রকাশ কার্য্যে যথোচিত উৎসাহ দান করিয়া, আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আর কাশিম বাজার নিবাসিনী সুপ্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া এই পুস্তক প্রকাশের সাহায্য জন্য কিছু অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। ঈশ্বর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। ইতি।

বসিরহাট।
পৌষ, ১২৮৬।

শ্রীকাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বসিরহাট স্কুলের ইং শিক্ষক।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

—:)০(:—

(পুরুষ)

রাম	. ...	অযোধ্যারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ভরত	... ...	ঐ ... দ্বিতীয় পুত্র।
লক্ষ্মণ	. .	ঐ ... তৃতীয় পুত্র।
শত্রুঘ্ন	. . .	ঐ .. চতুর্থ পুত্র।
বশিষ্ঠ	... ...	ঐ ... কুলগুরু।
জাবালি	... ...	জনৈক মহর্ষি।
রাবণ	... ...	লঙ্কার অধিপতি।
মারীচ	... ...	জনৈক রাক্ষস। (তাড়কার পুত্র।)
ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, কন্দর্প ও যম।		স্বনাম খ্যাত দেবতাগণ।

যোগী। নট।

(স্ত্রীলোক)

সীতা	... ...	রাম-বনিতা।
শূর্পণখা	... ...	রাবণ-ভগিনী।
সরমা	... ...	বিভীষণ-পত্নী।

নটী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১২	চরিচার্থ	চরিতার্থ
১৮	১৭	বশীভুত	বশীভূত
২০	৬	সন্মার্জনী	সম্মার্জনী
৩৫	১৩	বাগাড়াম্বর	বাগাড়ম্বর
৪০	৫	স্বচক্ষে,	স্বচক্ষে

মায়া-মৃগ।

(দৃশ্যকাব্য।)

প্রস্তাবনা।

নেপথ্যে নান্দী—

(গীত।)

রাগিণী ইমনকল্যাণ।—তাল মধ্যমান।

ভো ভগবন!
ভবেশ, ভয়দ, ভয়হা, ভূতভাবন!
ভব ভয়-ভঞ্জন,
ভোগীন্দ্র-ভূষণ,
ভকত-ভক্তি-ভাব-ভাজন!
ভো ভূতেশ, ভীম,
ভবার্ণব-ভেলা,
ভকতে ভাবে ভবচ্চরণ॥

(নান্দ্যন্তে নটের প্রবেশ।)

নট। (সবিস্ময়ে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) অ্যাঁ! এ আবার কোথায় এলাম্? এ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান! মনে ভয় হ'চ্ছে, আনন্দও হ'চ্ছে। এই সম্মুখস্থ সজ্জন সমাকীর্ণ সুন্দর সভার শোভা সন্দর্শন ক'রে মদীয় মানস সন্তোষ-সাগরে মগ্ন হ'চ্ছে। আহা! যেন শারদীয় স্বচ্ছ শূন্যে শত শত শশধর সমুদিত হ'য়েছে!! এ কি বাস্তবিক?—না স্বপ্ন মাত্র? কিছুই নিশ্চয় ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা। আচ্ছা, নিদ্রিত কি জাগ্রত, তা' কেন একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি না; এখনি সকল সংশয় দূর হ'বে। (অঙ্গুলি দংশন।) না না স্বপ্ন নয়, এই যে বেদনা বোধ হ'চ্ছে;—তবে এ কি মানব-সভা, না দেব-সভা? মর্ত্ত্যলোকে দেব-সভাই বা কেমন ক'রে সম্ভব? ভাল, নিকটে গমন ক'রেই কেন দেখি না। (সভার সমীপে আগমন ও সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত।)—ওঃ হ'য়েছে! এ মর্ত্ত্যসভাই বটে; এই যে, সকলের চক্ষে পলক আছে, শরীরের ছায়াও আছে; তবে আর এত আশঙ্কা কি?—আহা! মর্ত্ত্যলোক আজ্ যেন সুরলোক! মরি

মরি! অতি বিচিত্র শোভাই হ'য়েছে!! (ক্ষণেক চিন্তান্তে)—এমন সভায় কোনো নাটকের অভিনয় ক'রে সভাস্থ মহাত্মাগণের মনোরঞ্জন ক'র্ত্তে পার্ল্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ যশঃ পুরস্কার লাভ হ'তে পারে। এ বিষয় মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের সাধ্যায়ত্ত নয় বটে, কিন্তু কি করি? বলবতী দুরাশা ক্ষান্ত হ'বার নয়। অথবা, পারি বা নাই পারি, একবার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। তবে এখন সঙ্গীতনিপুণা, কৌতুকবিচক্ষণা প্রাণ প্রণয়িনীকে একবার আহ্বান করি। প্রেয়সীর সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। (নেপথ্যাভিমুখে) প্রেয়সি!—চন্দ্রাননে! একবার এদিকে এসো। তোমার অদর্শনে—

(নেপথ্যে)

নাথ! এই যে, আমি নিকটেই আছি।

(সংগীত করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।)

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

কেন নাথ! ভাবো পরমাদ?
এই যে নিকটে আছি, ত্যজহ মনোবিষাদ।

তুমি বারি আমি মীন, তুমি ধনী আমি দীন,
সতত তব অধীন, যেমন কুমুদী চাঁদ ॥
বল এবে কোন কাজে, ডাকো পুরুষ সমাজে,
মনেতে প্রণয় লাজে, ঘটায় ঘোর বিবাদ ॥

নট। প্রিয়ে! এই সভাটি কেমন সুন্দর!

নটী। হ্যাঁ নাথ! অতি চমৎকার সভা! এখন আমাকে ডা'ক্‌লে কেন বল?

নট। প্রিয়ে! তা' তুমি এখনো বুঝ্‌তে পারনি?

নটী। না ব'ল্যে আর বুঝি কেমন ক'রে?

নট। (সঙ্গীতচ্ছলে)

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

শরদের শশী সম সুরূপা সুন্দরি।
শুনিতে সরস স্বর, সকৌতুকে সদা স্মরি।
সাজিয়ে সুসাজে, সুজন সমাজে,
শুনাইয়ে সুসঙ্গীত, সংহর সুখ শর্ব্বরী।
স্বান্ত সদা সশঙ্কিত, সদোষ স্বর সহিত,
সন্তোষিতে সভ্য সবে, সভয়ে সদা শিহরি ॥

প্রিয়ে! এখন বুঝ্‌তে পেরেছ তো?

নটী। এ কি নাথ! এত কথা কেন? আমি

অবলা, আমার কি সাধ্য, যে এই নব্য ভব্য সভ্য সদাশয় সকলের মনোরঞ্জন করি?

নট। (হাস্য করিয়া) হাঃ! হাঃ! হাঃ! বড় কথাই বলেছ!! তোমরা আবার অবলা!!—তা' প্রিয়ে! তুমি সবলা হও বা অবলাই হও, এখন মনের মলা ত্যাগ ক'রে একবার একটি গান শুনাও। তোমার সুমধুর স্বর শুন্তে একান্তই ইচ্ছা হ'য়েছে।

নটী। নাথ! তোমার কথা আমি কখনো ঠেল্‌তে পারিনে।

নট। তবে আর বিলম্ব কেন?

নটী। (গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালা।

প্রণয় পরম রতন।
যতনে করিল বিধি, এ নিধি সৃজন।
যে জনার হৃদি-খনি, শোভে এ উজ্জ্বল মণি,
তা'রে ধন্য ধন্য গণি, প্রণয়ী যে জন।
এ ধনে বঞ্চিত যা'রা, বৃথা জনমিল তা'রা,
হ'য়ে সদা জ্ঞানহারা, করে অযতন॥

নট। (সসন্তোষে) আহা প্রিয়ে! অতি সু-

ললিত সঙ্গীতই শুন্‌লাম্! এখন আমার মনের বাসনা যে, কোনো নাটকের অভিনয় ক'রে এই সজ্জন-মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করি। তা' তোমার অভিপ্রায় কি?

নটী। নাথ! পুরুষেরা তো কথনো স্ত্রী-লোকের পরামর্শ শোনেন্ না, তবে আব তুমি কেন আমার অভিপ্রায় চাচ্ছ?

নট। (সহাস্য মুখে) প্রিয়ে! এখন আব সে কাল নাই। এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। এখন স্ত্রী রাজাব কাল। স্ত্রীর আদেশ ভিন্ন কা'রো এক পা যা'বারও ক্ষমতা নাই। দেখ্‌তে পাওনা, এখনকার চাকুরে বাবুরা ছু'দিনের জন্য বিদেশে গেলেও প্রায় 'ল্যাংবোট্' সঙ্গে নিয়ে বেড়ান্!!

নটী। যাক্‌গে ও সব কথা। এখন কোন্ বিষয়টি স্থির ক'বেছ বল?

নট। প্রিয়ে! সে ভার তো তোমাব প্রতিই আছে।

নটী। (ক্ষণেক চিন্তাব পব) নাথ। 'মাযা-মৃগ' নামে যে একখানি নূতন দৃশ্যকাব্য, সে দিন এক

জন বঙ্গ-যুবা আমাদের হাতে সমর্পণ ক'রেছেন, আজ্ সেই খানিরই অভিনয় করা যা'ক্।

নট। প্রিয়ে! অতি উত্তম বিষয়টি মনোনীত ক'রেছ। না হ'বে কেন?—স্ত্রীজাতির দুঃখে স্ত্রীলোকের মন সহজেই বিগলিত হয়। মায়া-মৃগের কারণেই সীতাহরণ ঘটে। সীতা-দেবী রমনীকুলের আদর্শ। সেই আদর্শ-সাধ্বীর চরিত্রের কিয়দংশ বর্ণনা কর্ল্যে, আধুনিক সমাজেরও কিঞ্চিৎ উপকার হ'তে পারে। এখন সভ্যেরা সময়-হরণ অপরাধ গ্রহণ না ক'রে যদি রাত্রি-জাগরণ-ক্লেশ স্বীকার করেন্, তা' হ'লেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়।

নটী। সেই সর্ব্ব-লোক-প্রিয় রামসীতার চরিত্রের যে অংশ যখন গান করা যায়, তা'তেই সবার মনে সন্তোষ হয়, এই আমাদের একমাত্র ভরসা।—নাথ! এখন চল, উপযুক্ত সজ্জা ক'রে আসিগে।

নট। হ্যাঁ প্রিয়ে! তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।
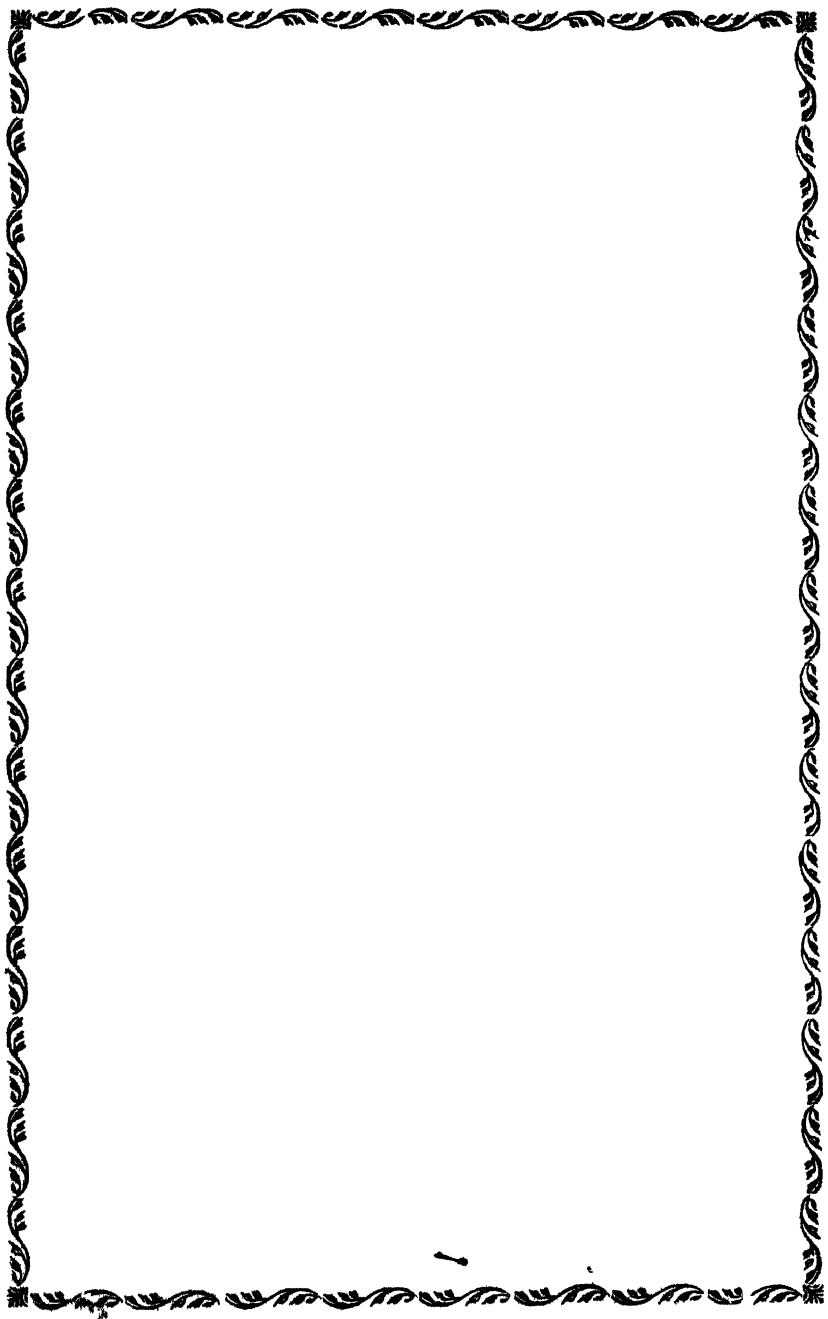
মায়া-মৃগ।

(দৃশ্যকাব্য।)

প্রথম দৃশ্য।

চিত্রকূট পর্ব্বত। পর্ণকুটীর।

(তাপসবেশে রামলক্ষ্মণ ও সীতা আসীন।)

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! সুমন্ত্র বোধ হয় এত দিবস অযোধ্যায় প্রত্যাগত হ'য়ে থা'ক্‌বে। আহা! শূন্য রথ দর্শনে পৌরবর্গ, মহারাজ, ও পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী জননীরা, না জানি, কতই বিলাপ ও পরিতাপ ক'চ্ছেন। সীতা বিরহে তদ্‌গতপ্রাণা নব বধূরা, না জানি, কতই আক্ষেপ ক'চ্ছেন। বিমাতা কৈকেয়ী, সকলের নিকট নিন্দিতা হ'য়ে, না জানি, কতই লজ্জিতা হ'চ্ছেন। এই সকল

দুশ্চিন্তা, যুগপৎ হৃদয়ে উদয় হ'য়েই, আমার চিত্ত বৈকল্য সম্পাদন ক'চ্ছে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! শারদীয় নীল নৈশ নভোমণ্ডলের উজ্জ্বল মণি, লোচনানন্দকর পূর্ণ সুধাকর, সহসা রাহু-গ্রস্ত হ'লে কা'র মনে না দুঃখোদয় হয়? আপনার এই বনাগমনে পুরবাসীরা যে একেবারেই শোক-সাগরে নিমগ্ন হ'বে, তা'তে আর সংশয় কি?

সীতা। (রামের প্রতি) আর্য্যপুত্র! শ্বশ্রূ কৈকেয়ীর মনে যদি লোকাপবাদ ও লজ্জার ভয় থাক্ত, তা' হ'লে তিনি এমন নিষ্ঠুর আচরণ কখনো ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না।

রাম। না প্রিয়ে! আমাদের বিদায় কালে বিমাতা কৈকেয়ীও অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছেন।

সীতা। নাথ! হরিণ-শিশু বধে কি কিরাতীর কখনো করুণার উদয় হয়?—সে তাঁ'র শোকাশ্রু নয়—আনন্দাশ্রু!!

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! আপনি যথার্থ উক্তি ক'রেছেন। সপত্নী-পুত্রকে বনবাস দিয়ে স্বপুত্রকে রাজ্যেশ্বর করা অপেক্ষা, তাদৃশ কুটিলহৃদয়ার পক্ষে আর কি আনন্দের বিষয় আছে?

সীতা। বৎস লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্র বনবাসী হ'লেন, শ্বশ্রূ কৈকেয়ী এখন সপুত্র নিরাপদে রাজ-সুখ সম্ভোগ করুন্!! এত দিনের পর তিনি পূর্ণ-মনোরথ হ'লেন।—হা হত বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? যে আর্য্যপুত্র নব রাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে কোথায় আজ্ প্রকৃতিপুঞ্জ পরিপালন ক'র্ব্বেন্, পুরবাসিদের অশেষ সুখ সংবর্দ্ধন ক'র্ব্বেন্, পূজ্য-পাদ জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন ক'র্ব্বেন্, রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন ক'র্ব্বেন্, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে দেব দ্বিজের তৃপ্তি সাধন ক'র্ব্বেন্, বাহুবলে রিপু গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হ'বেন্, সেই অমিত-তেজা আর্য্যপুত্র, এখন কি না সামান্য তাপস বেশে অটবী-অটন-ব্রতচারী হ'য়েছেন!! কি পরিতাপ!—হা বিধাতঃ! তোমার বিচার কি অন্যায়!! তুমি যখন পদ্মনালে কণ্টক, কুসুমে কীট, চন্দন তরুতে কাল সর্পের আশ্রয় ও পূর্ণশশীকে রাহুর আহার ক'রেছ, তখন আর্য্যপুত্রের বনবাস বিধানে তোমাকে আর অধিক কি ব'ল্‌বো?

রাম। প্রিয়ে! বিলাপ সংবরণ কর। তোমার মুখে আক্ষেপোক্তি শুন্‌লে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! দেখুন্, ব্যাধ-বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গীর করুণ আর্ত্তস্বরে কি সদয়-হৃদয় তাপসের মন কখনো অক্ষুব্ধ থাকে? দেবীর মুখে এরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণ ক'র্লে সহজেই মনে দুঃখোদয় হয়। আরো দেখুন্, কল্লোলিনী যখন সহসা উন্মুক্তপথ হ'য়ে শৈল শিখর হ'তে কল কল শব্দে নিম্নে প্রধাবিত হয়, তখন কে তা'র গতি রোধ ক'র্ত্তে পারে? আর্য্যা, দারুণ মন কষ্ট পেয়েই ঈদৃশ উক্তি ক'চ্ছেন।

রাম। ভ্রাতঃ! তা' আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। পতিপ্রাণা জানকী, আমার এই দুরদৃষ্টে নিদারুণ মর্ম্ম বেদনা পেয়েছেন। আহা! কোথায় পাটেশ্বরী হ'য়ে সিংহাসন সমুজ্জ্বল ক'র্ব্বেন্, না, এখন স্বামীর সঙ্গে বনবিহারিণী হ'য়েছেন! দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল কুসুম-শয্যায় শয়নেও যাঁ'র কষ্ট বোধ হ'ত, এখন তিনি কঠিন মৃত্তিকা-পৃষ্ঠে অকাতরে পর্ণ-শয্যায় সুষুপ্তি লাভ ক'চ্ছেন!—হায়! আমি কি মন্দভাগা! প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর ঈদৃশ বিসদৃশ দশাও আমাকে দর্শন ক'র্ত্তে হ'ল!! আহা! প্রেয়সী সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েও আমার অনুবর্ত্তিনী হ'য়েছেন।

সীতা। নাথ! সংসারে স্বামীই সতীর সার সুখ। সেই অমূল্য সুখে বঞ্চিত হ'য়ে কি সামান্য গৃহ-সুখে আসক্তমনা থাকা, কুলকামিনীর পক্ষে সম্ভব?—মীন কি কখনো বারিহীন সরোবরে প্রাণ ধারণ ক'র্ত্তে পারে? যখন জীবন-সর্ব্বস্ব পতি—রমণীর একমাত্র আশ্রয়—বনগামী হ'লেন্, তখন কি আর আমি ছার গৃহ-ধর্ম্মে অনুরক্তা থাক্তে পারি?

রাম। প্রিয়ে! তোমার ন্যায় পতিরতা প্রমদার মুখেই ঈদৃশ বাক্য পরম শোভা পায়।

লক্ষ্মণ। (সবিষাদে) হা অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোমার মনে কি এই ছিল? আর্য্যকে বনবাস দিয়ে তুমি আপনার মনোবাসনা চরিতার্থ কর্ল্যে? যে আর্য্যের ভুজবল, ক্ষত্রিয়কুল-নিহন্তা ভগবান্ পরশুরামও সহ্য ক'র্ত্তে পারেন নাই; যিনি অনায়াসেই দুর্ভেদ্য হর-ধনু ভঙ্গ ক'রে ভূতলে অতুল কীর্ত্তি লাভ ক'রেছেন; সমস্ত লোকে যাঁ'রে নর-রত্ন স্বরূপ জ্ঞান করে; যাঁ'র যশোরশ্মি শরচ্চন্দ্র-মরীচিবৎ জগদুজ্জ্বলকারী; যিনি যদৃচ্ছাক্রমে গৃহ-বহির্গত হ'লে সহস্র সহস্র রথাশ্ব গজ প্রভৃতি অনুগমন ক'র্ত্ত্য; সেই লোকাভিরাম আর্য্য রামচন্দ্র এখন

সামান্য ভিক্ষুক বেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'চ্ছেন্!! কি পরিতাপ! যে আর্য্যা জানকী কখনো ক্লেশের লেশ মাত্রও জানেন্ না, তিনি এখন বনচারিণী হ'য়ে দারুণ দুঃখ ভোগ ক'চ্ছেন্।—হায়! মহারাজ এতকাল বিষম ভ্রমে কৈকেয়ী কালসর্পিণীকে দুগ্ধ দ্বারা পোষণ ক'রেছেন!! এত দিনের পর মহা-রাজের বিমল চরিত্রে স্ত্রৈণাপবাদ হ'ল! এত দিনের পর অযোধ্যার সুখ-রবি অস্তমিত হ'ল! এত দিনের পর রঘু-কুল-রাজশ্রী হীনশ্রী হ'ল! এত দিনের পর—

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! বিরত হও। গুরু জনের নিন্দা ক'র্ত্তে নাই। বিমাতার দোষ কি বল? সকলই আপন অদৃষ্টাধীন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! বিমাতা যখন নিরপরাধে আপনার প্রতি এরূপ নির্দ্দয়াচরণ ক'রেছেন, তখন আর তাঁ'র নিন্দায় অধর্ম্ম কি? তাঁ'র এ কলঙ্ক-পঙ্ক দুরপনেয়; কখনই অপনীত হ'বে না।—পাষাণের রেখা কি কখনো ধৌত হ'লে বিলুপ্ত হয়?

রাম। ভ্রাতঃ! আমি পিতৃ-সত্য পালন অনুরোধেই বনচারী হ'য়েছি; বিমাতার কোনো দোষ নাই।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! তিনিই সকল অনিষ্টাপাতের মূল।

রাম। বৎস! কুটিল হৃদয়া মন্থরাই এর প্রকৃত কারণ; বিমাতা আমার নিরপরাধা। মন্থরার কুমন্ত্রণাতেই তিনি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তা হন্।

লক্ষ্মণ। স্বপুত্রস্নেহ ও সপত্নী-বিদ্বেষই এর প্রধান কারণ। ক্রূরা মন্থরা উপলক্ষ মাত্র।

রাম। না ভ্রাতঃ! এ তোমারই ভ্রান্তি। বিমাতা কৈকেয়ী, স্বগর্ভজ সন্তান নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলকেই সমান স্নেহ করেন্। তাঁ'র মনে কোনো ভিন্ন ভাব নাই; বরং ভরত অপেক্ষা আমার প্রতি তাঁ'র স্নেহ অধিকতর দেখা যায়।

লক্ষ্মণ। (হাস্য করিয়া) আর্য্য! এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ,ভরতের রাজ্য ভোগ ও আপনার এই তাপস বেশে বনে বনে ভ্রমণ দ্বারাই সুন্দর উপলক্ষিত হ'চ্ছে!!

সীতা। (ঈযদ্ধাস্যে) দেবর লক্ষ্মণ! অতি দুঃখের সময়েও হাস্যোদয় হ'ল। আর্য্যপুত্রের প্রতি যদি শ্বশ্রূ কৈকেয়ীর সমধিক স্নেহ না থা'কৃবে তা' হ'লে কি আর এত অল্পকালেই বানপ্রস্থ-ধর্ম্মের

অপূর্ব্ব সুখ আমাদের অদৃষ্টে ঘটনা হয়?—হা দুরদৃষ্ট!!

লক্ষ্মণ। দেবি! আপনি যথার্থ-ই অনুমান ক'রেছেন। আর্য্যের মনে এখনও বিষম ভ্রম আছে।

সীতা। আর্য্যপুত্র সরল-হৃদয়; আপনার মত সকলকেই ভাবেন। বিমাতাকে আপনি সবিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন্, সেই জন্যই সেই প্রকার স্নেহও প্রত্যাশা করেন্।—হা কষ্ট। কোথায় রাজ্যাভিষেক, কোথায় বনবাস!!

রাম। প্রিয়ে! দুঃখ সংবরণ কর। গতানুশোচনায় কোনো ফল নাই, বরং আরো কষ্টবৃদ্ধি। অদৃষ্ট-লিপি খণ্ডন করা কা'র সাধ্য? আহা! তৎকালে আমার সঙ্গে বনানুগমন না ক'রে যদি গৃহে থাক্তে, তা' হ'লে এ দুঃসহ ক্লেশভার তোমাকে সহ্য ক'র্ত্তে হ'ত না।

সীতা। নাথ! বিশাল রসাল উন্মূলিত হ'লে, আশ্রিতা মাধবী লতা কি আর ঊর্দ্ধে থেকে থাকে? প্রভু যখন পর্ণকুটীর আশ্রয় ক'র্লেন, দাসী তখন কি আর সুধা-ধবলিত সৌধ-শিখরে সুখে থাক্তে পারে?

রাম। (সহর্ষে) সীতা নিতান্তই পতিগতপ্রাণা। ঈদৃশ ভার্য্যা-রত্ন লাভ করা, পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সীতা। (কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে) আর্য্যপুত্র! পুরবাসীরা আমাদের প্রতি কত অনুরক্ত দেখেছেন? তা'রাও অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে বন পর্য্যন্ত আমাদের অনুগমন ক'রেছিল।

রাম। প্রিয়ে! সে দিবস তমসানদীর তীরে যদি ও রূপ কৌশল অবলম্বন না করা হ'ত, তা' হ'লে তা'রা কখনই আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্ত্ত্য না।

সীতা। বোধ হয়, নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে রথ-চক্র-চিহ্ন অযোধ্যা মুখে দেখে, সকলে আমাদের রাজধানীতে প্রত্যাগমন অনুমান ক'রে, স্ব স্থানে প্রত্যাগত হ'য়ে থা'ক্‌বে।

রাম। সেই উদ্দেশ্যেই তৎকালে তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন করা হ'য়েছিল।

লক্ষ্মণ। (দণ্ডায়মান হইয়া) আর্য্য! অনুমতি হয় ত এক্ষণে ফলমূল আহরণে গমন করি?

রাম। ভ্রাতঃ! তোমাকে একাকী সর্ব্বদা

শ্বাপদ সঙ্কুল সঙ্কট স্থলে প্রেরণ ক’র্ত্তে আমার মনঃপ্রত্যয় হয় না। বৎস! তুমিই আমার একমাত্র অরণ্যসহায়।

লক্ষ্মণ। (ঈষদ্ধাস্যে) আর্য্য! এ দাস কি এতই হীনবল যে আত্ম রক্ষণেও সমর্থ নয়? জীবন রক্ষার্থে সামর্থ্য না থাক্‌লে অনর্থক এ বিপুল দেহ-ভার বহনে প্রয়োজন কি? আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন্; কোনো চিন্তা নাই।

রাম। বৎস! তবে এক্ষণে স্বাভীষ্টোদ্দেশে গমন কর, কিন্তু সত্বর প্রত্যাগমন ক’রো।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা। আশীর্ব্বাদ করুন্। (প্রণাম)

রাম। বন-দেবতারা তোমাকে রক্ষা ক’র্ব্বেন্!

(ধনুঃশর হস্তে লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

রাম। (ক্ষণেক নিঃশব্দে অবস্থিতির পর) প্রিয়ে জানকি! নিসাদাধিপতির কেমন সৌজন্য ও সাধু স্বভাব দেখেছ? কেবল গুণেতেই বশীভূত হ’য়ে আমি তা’র সঙ্গে মিত্রতা-পাশে বদ্ধ হ’য়েছি। গুহকের মন সততই সরলতাপূর্ণ।

সীতা। নাথ! সদ্‌গুণই মানবের অলঙ্কার।

নীচ জাতি হ'লে হয় না, গুণেই জগৎ বশ হয়। শবররাজের আচরণে আমার অপার আনন্দ লাভ হ'য়েছে।

রাম। হাঁ প্রিয়ে! আচার ব্যবহারেই নীচ ও উচ্চ। জাতিগৌরব সামান্য লৌকিক প্রথা মাত্র।

সীতা। (প্রফুল্ল মনে) আর্য্যপুত্র! আমরা এখন চিত্রকূটে পরম সুখে আছি। চিত্রকূট অতি মনোহর স্থান! হিংস্র শ্বাপদ বা দুরাচার নিশাচরের আপদ আশঙ্কা নেই। অনেক তপস্বী সস্ত্রীক হ'য়ে এখানে নির্ভয়ে কাল যাপন ক'চ্ছেন। নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলমূলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, সতত মুনিপত্নীদের সহবাসে আমার মনে অতি আনন্দোদয় হয়। বনবাস আমার পক্ষে এখন আর তেমন ক্লেশকর বোধ হয় না। মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদের অবস্থানের জন্য, অতি সুন্দর স্থানই নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন।

রাম। প্রিয়ে! একালে প্রকৃতি সতী অতি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করেন্। বিশেষতঃ, চিত্রকূট পরম রমণীয় স্থল। এখানে সমস্তই শান্তিময় ও

মনোহর।—ঐ দেখ, সুদীর্ঘ তালতরুরা শিরে জটাভার ধারণ ক'রে প্রকৃতি দেবীর আরাধনা ক'চ্ছে। লতা-কুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জে সুশোভিত হ'য়ে প্রকৃতি দেবীর উপর বিচিত্র চন্দ্রাতপ ধারণ ক'রেছে। সতত মলয়-মারুত সঞ্চালিত হ'য়ে তরুতল সম্মার্জনী—পরিষ্কৃত ক'রে রেখেছে। মহী-রুহেরা কর-শাখা সঞ্চালন পূর্ব্বক বিমানচারী বিহঙ্গ-দিগকে ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রে আতিথ্যব্রতে যথা সাধ্য সুস্বাদু ফলে পরিতুষ্ট ক'চ্ছে; যদি কোনো ফল অতিথির মুখে বিস্বাদু বোধ হয়, অমনি তা' ভুতলে নিক্ষেপ ক'র্ত্তে তরুরাজি অনুরোধ ক'চ্ছে। বিহগেরাও পাদপপুঞ্জের আতিথ্যসৎকারে পরম পরিতুষ্ট হ'য়ে, তা'দের যশোগান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে, অম্বর পথে উড্‌ডীন হ'চ্ছে! কুরঙ্গকুল ক্রীড়া কৌতুকে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'চ্ছে। শাল্মলী-তলে শুক-মুখ-ভ্রষ্ট নীবার-কণা মূষিকেরা ভক্ষণ ক'চ্ছে। —প্রিয়ে! আর ঐ দেখ, মাধবী স্বভাবের ভাবে মোহিত হ'য়ে সহকারের অঙ্গে ঢ'লে প'ড়েছে!! (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ।)

সীতা। (সহাস্যমুখে) নাথ! স্ত্রীজাতি সতত

পুরুষেরই আশ্রিত ; প্রভঞ্জন প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হ'বার ভয়েই, মাধবী, সহকারের আশ্রয় নিয়েছে।

রাম। আর সহকারও মাধবীরে আদরে আপন বক্ষে স্থান দান ক'রেছে।

সীতা। মাধবীর পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হ'বে ; কেন না সে——

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে)

কি ! এততেও দুরাত্মার মন পরিতৃপ্ত হ'ল না ? আজ্ আমি এর সমুচিত প্রতিফল প্রদান ক'র্ব্বো।

সীতা। (সচকিতে) অ্যাঁ ! এ আবার কি ?

(উগ্রভাবে লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ।)

রাম। (সবিস্ময়ে) বৎস লক্ষ্মণ ! সমাচার কি ? তোমার এ রূপ উগ্র মূর্ত্তি দেখ্‌ছি কেন? ত্বরায় কারণ নির্দ্দেশ কর।

লক্ষ্মণ। (উগ্র ভাবে) আর্য্য ! সত্বর ধনুঃশর ধারণ করুন্, সম্মুখে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। আর্য্যা জানকীকে বনান্তরালে গোপনে রেখে, অরণ্য-পরিসরে সত্বর অগ্রসর হ'ন্। ঐ দেখুন্, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষারব ও সৈন্য-কোলা-

হলে বনস্থ বিহঙ্গেরা বিমানে উড্‌ডীন হ'চ্ছে; হরিণকুল ভয়াকুল হ'য়ে বেগে পলায়ন ক'চ্ছে; বনস্থল হুলুস্থুলময় হ'য়েছে।

রাম। ভ্রাতঃ! বোধ হয়, কোনো রাজা বা রাজকুমার মৃগয়া মানসে অটবীতে আগমন ক'রে থা'ক্‌বে; তা'তে আমাদের আশঙ্কা কি?

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে) আর্য্য! সেই কৈকেয়ী কুমার ভরত, রাজ্যাভিষেকে মত্ত হ'য়ে, সমগ্র সৈন্য সামন্ত সজ্জিত ক'রে, আমাদের হিংসা মানসেই, এখানে আগমন ক'রেছে; এ তা'রই সেনা কোলাহল। (আস্ফালন পূর্ব্বক) হা ধিক্! লক্ষ্মণের এই আজানুলম্বিত বাহুযুগল কি কেবল শরীরের শোভা সম্পাদনের নিমিত্তই বিধাতা সৃষ্টি ক'রেছেন্? আজ্ আমি অপকারী দুরাচারী আততায়ী ভরতেরে প্রেত-পতির প্রাঙ্গণে প্রেরণ ক'রে, কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ ক'র্‌বো। আজ্ আমি কেকয়-কুমারীর ফলোন্মুখী আশা-লতা উন্মূলিতা ক'র্‌বো। আজ্ আমি শরজালে কালানল বৃষ্টি ক'রে পৃথিবী দাহন ক'র্‌বো। আজ্ আমি—

রাম। (লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক)

ভ্রাতঃ! স্থির হও, স্থির হও। ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য ক'রেছে যে, তুমি তা'র জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হ'চ্ছ? ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে কি হ'বে? প্রাণাধিক ভরতের উপর কি অস্ত্র চালনা ক'র্ত্তে পার্ব্বে? যা'দের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ কর্ত্তে হয়, তা'দের বিনাশ সাধন করে রাজ্যসুখ কা'রে ভোগ করা'ব? ভরত কিছু আততায়ী নয়, আর আততায়ী হ'লেই বা কে ভ্রাতৃবধ ক'রে থাকে? —আপনার প্রাণ কি কখনো আপনি নষ্ট করা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হ'তে প্রত্যাগত হ'য়ে, আমাদের অদর্শনে আকুল-চিত্ত ও সুহৃৎসমবেত হ'য়ে এখানে আগমন ক'রেছে; তা'র মনে কোনো অসদভিপ্রায় নাই। রাজধানীতে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অনুরোধ কর্ত্তেই, ভরত এখানে উপস্থিত হ'চ্ছে।

লক্ষ্মণ। (বিগতক্রোধ হইয়া) আর্য্য! আপনি যা'ই বলুন্, কিন্তু আমার মনঃপ্রতীতি হয় না।—কাচমণির আকরে কি পদ্মরাগের জন্ম হয়?

রাম। বৎস! ভরতের চরিত্রে কিছু মাত্র সংশয় নাই। এখন চল, আমরা ভরতের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিত্রকূটপর্ব্বত। পর্ণকুটীর।

[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যথা স্থানে,
এবং সম্মুখে ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ ও জাবালি উপস্থিত।]

রাম। বৎস ভরত!—বৎস শত্রুঘ্ন! তোমরা নিতান্ত শিশু। তোমাদের এ অশেষ আপদাকীর্ণ অরণ্যে আগমনের আবশ্যকতা কি?

ভরত। আর্য্য! জননীর——(রামের চরণ ধরিয়া রোদন।)

রাম। (ভরতের হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক) ও কি ভরত! রোদন কর কেন? স্থির হও।

ভরত। (বদ্ধাঞ্জলি পুটে) আর্য্য! এ দাস কৈকেয়ীর পুত্র, আপনার ও পবিত্র চরণ স্পর্শনে আর অধিকারী নয়। অনুগ্রহ ক'রে এ অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন্।

রাম। ভ্রাতঃ! এরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ ক'চ্ছ কেন? তোমরা সততই আমার স্নেহের

পাত্র; তোমাদের প্রতি আমার কি কখনো ভিন্ন ভাব হ'তে পারে?

ভরত। (সবিষাদে) আর্য্য! সেই সাহসেই ভরত আবার আজ্ আপনাকে মুখ দেখা'তে সাহসী হ'য়েছে। এখন প্রার্থনা এই, আপনি রাজধানীতে প্রত্যাগত হ'য়ে, রাজশ্রী পরিগ্রহ ক'রে, প্রকৃতিপুঞ্জ পরিপালন ও জননীব কলঙ্কাপনয়ন করুন্। অন্যথা, আমার এই লোক-নিন্দিত ঘৃণিত ভারভূত জীবন, কালের করাল কবলে কবলিত করাই কর্ত্তব্য।—হায়! আমার অগ্রজ অকারণে আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন! যিনি অমাত্যমণ্ডলী ও পৌরজন পরিবৃত হ'য়ে সর্ব্বদা সভাস্থল সমুজ্জ্বল ক'র্ত্তেন, তিনি আজ্ বন্য-পশুপূর্ণ অবণ্যে ব্যাধের ন্যায় অবস্থান ক'চ্ছেন! মহামূল্য মণি মুক্তা খচিত কারু-কার্য্য শোভিত সুচারু বাজ-পরিচ্ছদ, যাঁ'র শরীবের শোভা সম্পাদন ক'র্ত্ত্য, মুনিজন-ব্যবহৃত বৃক্ষবল্কল আজ্ তাঁ'র সেই পরিচ্ছদ স্থানীয় হ'য়েছে! যিনি সতত সুশোভন বত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট থা'ক্‌তেন, তিনি আজ্ তাপসাসন হরিণাজিনে আসীন র'য়েছেন! যিনি সুরম্য হর্ম্ম্যে শত শত দাস দাসী পরিসেবিত ছিলেন,

তিনি আজ্ পত্নী ও অনুজ সমভিব্যাহারে পর্ণকুটীর আশ্রয় ক'রেছেন! যাঁ'র শিরোদেশ মণিমণ্ডিত কনক কিরীটে সুশোভিত থা'ক্‌ত, তাঁ'র সেই শিরোদেশ আজ্ জঘন্য জটাজুট-জড়িত হ'য়ে র'য়েছে! যাঁ'র দূর্ব্বা-দল-শ্যামল বিমল বপু অনুক্ষণ অগুরু অনুলিপ্ত থাক্‌ত, ধূলি ও ভস্মরাশি আজ্ তাঁ'র অঙ্গরাগ হ'য়েছে!—হা ধিক্! অগ্রজের ঈদৃশ বিসদৃশ বেশও আমাকে দর্শন ক'র্ত্তে হ'ল!—হা নৃশংসে জননী! আর্য্য তোমার কি অপকার ক'রেছিলেন? তোমার কি কিছুমাত্রও লোকনিন্দা ও অধর্ম্মের ভয় হ'ল না? তোমার জীবনে ধিক্!

রাম। ভ্রাতঃ! জননীর প্রতি দোষারোপ ক'রো না। মাতৃনিন্দায় নিরন্তর নিদারুণ নিরয় নিলয়ে নিবসতি ক'র্ত্তে হয়। জননীর কোনো দোষ নাই; আমি পিতৃসত্য পালন জন্যই অরণ্যচারী হ'যেছি।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য! আমরা তৎকালে উপস্থিত থাক্‌লে, কৈকেয়ী মাতা এরূপ কদর্য্য কার্য্য ক'র্ত্তে কখনই পার্ত্তেন না। আর সেই কুমন্ত্রণাদায়িনী

পাপিনী ক্রূরা মন্থরাকেও সমুচিত শাস্তি সমর্পণ ক'রেছি।

রাম। বৎস শত্রুঘ্ন! তুমি নিতান্তই নির্দ্দয়ের ন্যায় কার্য্য ক'রেছ। মন্থরার প্রতি শাস্তি বিধান ক'র্ল্যে কেন? স্ত্রীজাতি সহস্র অপরাধ ক'র্ল্যেও দণ্ডনীয়া নয়।

শত্রুঘ্ন। আর্য্য! ক্রোধোদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকে না।

রাম। রিপুর দমন করাই জ্ঞানবানের কার্য্য। আর অতি ক্রোধে ধৈর্য্যাবলম্বনই বিধেয়।

ভরত। আর্য্য! এ দাসের প্রতি প্রসন্ন হ'ন্। এখন আমাদের সকলেরই প্রার্থনা যে, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন্।

রাম। বৎস! ধর্ম্ম সঞ্চয়ই সংসারে সার। আমি পিতৃ-সত্য-পালন-ব্রত-পরায়ণ হ'য়েই বনচারী হ'য়েছি। সেই সত্যব্রতের আজও উদ্‌যাপন হয় নাই। তবে এখন রাজধানীতে প্রতিগমন ক'রে, কেমন ক'রে অনুষ্ঠিত ব্রত ভঙ্গ কর্ত্তে্য পারি? আমি পিতার আদেশের অনুরূপ কার্য্য প্রাণপণে সম্পন্ন ক'র্ব্বো। আর রাজ্যভার গ্রহণে তোমার

প্রতি মহারাজের আজ্ঞা আছে। তুমি তাঁ'র কথার কদাচ অন্যথাচরণ ক'রো না; পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে সন্তানের অধর্ম্ম সঞ্চার হয়। এখন তুমি সত্বর রাজধানীতে প্রতিগমন কর, মহারাজের আদেশানুরূপ কার্য্য ক'রে তাঁ'র সেবা শুশ্রূষায় তৎপর হও। তোমাদের আর এখানে বিলম্ব করা বিধেয় বোধ হয় না। আমরা কেউ নিকটে নাই, মহারাজের যথেষ্ট কষ্ট হ'চ্ছে।

ভরত। (সরোদনে) আর্য্য! আর আমরা পিতার পরম পবিত্র পাদপদ্ম সেবন ক'র্ত্তে পা'ব না। আপনাদের বনাগমনে, দুঃহস পুত্রবিরহ সহ্য ক'র্ত্তে সমর্থ না হ'য়ে, মহারাজ বিগতপ্রাণ হ'য়েছেন। আমরা——

রাম। কি! পিতা পরলোক যাত্রা ক'রেছেন! (পতন।)

লক্ষ্মণ। হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পতন ও রোদন।)

সীতা। হা তাত অযোধ্যানাথ! হা দেব পুত্রবৎসল! হা আর্য্য ধার্ম্মিকচূড়ামণি!

(রোদন।)

রাম। (সরোদনে) হায়! এত দিনের পর অযোধ্যাপুরী শূন্য হ'ল!—জানকি! তোমার শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুর পরলোক যাত্রা ক'রেছেন!—ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! আমরা পিতৃহীন হ'য়েছি! আর আমি জনক পরিহীন শ্রীহীন অযোধ্যায় প্রতিগমন ক'র্ব্বো না। আর আমি সুহৃৎ সমবেত হ'য়ে গার্হস্থ্য সুখ সম্ভোগ ক'র্ব্বো না। আর আমি স্নেহময়ী জননীদের সেবা শুশ্রূষা ক'র্ত্তে পা'ব না। আর আমি সুপবিত্র পিতৃ সম্বোধনে রসনাকে পরিতৃপ্ত ক'র্ত্তে পা'র্ব্বো না।—হায়! আমাদের হৃদয় কি বজ্রলেপময়? নতুবা, জনকের জীবনান্ত শ্রবণে এখনো কেন বিদীর্ণ হ'ল না? পিতা আমাদের বনাগমনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্ল্যেন, আমরা তাঁ'র পরলোক গমনে এখনো পর্য্যন্ত জীবিত আছি!! আমাদের জীবনে ধিক্! যে পিতা বর্ত্তমান ছিলেন ব'লে আমরা নিশ্চিন্ত ও সুখে ছিলাম, যাঁ'র ভয়ে স্বেচ্ছাচারী হ'তে পার্ত্তেম না, কুপথে পদার্পণ ক'র্ত্তে পার্ত্তেম না, এখন সেই পিতা কোথায়?—কে আর আমাদের শাসন ক'র্ব্বে? কে আর আমাদের সমস্ত ভার গ্রহণ ক'র্ব্বে? কে আর আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দে

রা'খ্‌বে? কে আর আমাদের প্রতি স্নেহ মমতা ক'র্ব্বে? কে আর আমাদের উন্নতিতে উল্লাসিত হ'বে? কে আর আমাদের জন্য জীবন দানেও অকাতর হ'বে?—হায়! এত দিনের পর আমরা দারুণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হ'লেম! এত দিনের পর আমাদের নিশ্চিন্ততা গত হ'ল! এত দিনের পর আমরা অনাথ হ'লেম! আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি?

বশিষ্ঠ। বৎস রাম! ধৈর্য্যাবলম্বন কর; মৃতের নিমিত্ত শোক করা অতি অকর্ত্তব্য। এই পাঞ্চভৌতিক ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্বল্প ক্ষণ স্থায়ী। আত্মা অবিনশ্বর, তা'র ধ্বংস নাই। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ ক'রে আবার নূতন গৃহ আশ্রয় করে, জলৌকা যেমন এক তৃণ পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় তৃণান্তর অবলম্বন করে, জীবাত্মাও সেই রূপ এক দেহ ত্যাগ ক'রে পুনর্ব্বার দেহান্তর আশ্রয় করে; তবে তা'র মৃত্যু কোথায়?—বৎস! তুমি সকল শাস্ত্রজ্ঞ, তোমাকে আর অধিক বলা বাহুল্য। এক্ষণে, আত্মার অবিনশ্বরতা, দেহের অনিত্যতা ও সংসারের

অসারতা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা ক'রে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।

রাম। (বাষ্পগদ্গদ স্বরে) ভগবন্! শোক করা অকর্ত্তব্য, আর শোক তাপ পরতন্ত্র হ'লে অনর্থক কষ্ট পেতে হয়, তা' আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু কি করি, পিতৃস্নেহ আমাকে একান্ত অভিভূত ক'রেছে।

লক্ষ্মণ। হায়! পিতার আসন্নকালে তাঁ'র সেবা শুশ্রূষা ক'র্ত্তে পার্লেম্ না, এ দুঃখ যাবজ্জীবনই থা'ক্‌বে। আমাদের দ্বারা যদি তাঁ'র শেষ দশায় কোনো উপকার না হ'ল, তবে আমাদের জন্ম গ্রহণই বৃথা।

বশিষ্ঠ। রাজকুমার! ও সকল আপন প্রাক্তনের লিখন; তজ্জন্য পরিতাপ ক'রো না। এক্ষণে শান্তচিত্ত হও।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! দাব-দগ্ধ কুরঙ্গ কি কখনো ক্রীড়া কৌতুকে বিচরণ ক'র্ত্তে পারে? পিতৃশোক অতি অসহনীয়। পিতৃহীন যুবকের পক্ষে জগৎ শূন্যময়।

বশিষ্ঠ। বৎস! শোক মাত্রই অতি অকিঞ্চিৎ-

কর। শোকের যদি মূল থাকৃত, তবে ক্রমশঃ হ্রাস না হয়ে বরং বর্দ্ধমান হ’ত। অতএব, অমূলক শোকের বশীভূত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে যত্নে মনের সান্ত্বনা সম্পাদন কর।

রাম। ভগবন্! অকস্মাৎ পিতৃশোক-সুতীক্ষ্ণ-ছুরিকা হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হ’লে, অন্তঃকরণ কি আর স্থির থাকৃতে পারে?—ওঃ! থেকে থেকে হৃদয়-নিলয় যেন জ্ব’লে জ্ব’লে উঠ্‌ছে!

বশিষ্ঠ। বৎস রাম! তুমি জ্ঞানবান্ হ’য়েও অজ্ঞানের ন্যায় এরূপ শোকবিমূঢ় হ’চ্ছ কেন? যদি ভবাদৃশ ব্যক্তি শোক-সাগরে নিমগ্ন হ’বে, তবে তা’ হ’তে কে আর উত্তীর্ণ হ’তে পা’র্ব্বে?—সারবান্ পাষাণ কি কখনো জল-প্রবাহে ভাসমান হয়?—হিমাদ্রি কি কখনো সামান্য বায়ুভরে বিচলিত হয়?—গভীরার্ণব কি কখনো অল্প কারণে আকুলিত হয়? অতএব শোকাবেগ সংবরণ ক’রে লোকের দৃষ্টান্ত স্থানীয় হও। পারত্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ক’রে পিতার পুত্র-কামনা পূর্ণ কর। আর দেখ, পিতা মাতা কা’রো চির দিন জীবিত থাকেন না; মহারাজও চির দিন পিতৃমান্ হ’য়ে রাজ্য পালন ক’র্ত্তে পারেন নাই।

রাম। ভগবন্! আপনার উপদেশ সমুদয়ই সারগর্ভ। এখন আপনি কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ করুন্। আমি হৃদয় হ'তে সমস্ত শোক অপসারিত ক'র্ল্যেম।

বশিষ্ঠ। বৎস! নিশাবসানে তোমরা ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে স্নান তর্পণ ক'রে পূতকলেবর হও। ভরত যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন ক'রেছে।

রাম। আপনার আদেশ অবশ্য সম্পাদ্য।

ভরত। (গাত্রোত্থান করিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে) আর্য্য! এখন এ দাসের একটী নিবেদন আছে। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; জ্যেষ্ঠই রাজা হ'য়ে থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনি সেই কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ ক'রে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হ'ন্। পিতা এখন আর বর্ত্তমান নাই; আমি বালক, দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনে নিতান্ত অযোগ্য।

রাম। বৎস ভরত! তুমি সমস্তই জেনে শুনেও কেন বালকের মত কথা ক'চ্ছ? পিতাকে ধর্ম্মচ্যুত কর্ব্বার জন্যই কি পুত্র-কামনা? পিতার প্রাণপণে সন্তান লালন পালনের কি এই পরিণাম? তুমি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথের পুত্র হ'য়ে

অধর্ম্মপথে পদার্পণ ক'র্ত্তে কেন উদ্যত হ'চ্ছ? মহারাজ কেবল মাত্র ধর্ম্মানুরোধে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্ল্যেন, আর তুমি সেই ধর্ম্ম ভঙ্গ ক'র্ত্তে একেবারে দৃঢ়অধ্যবসায় হ'চ্ছ? অতএব এরূপ বালক-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। এখন তুমি সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন ক'রে রাজ্যাভিষিক্ত হ'য়ে, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও জননীদের সেবা শুশ্রূষা কর। আমি সত্য-ব্রত পালন ক'রে চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আবার অযোধ্যায় প্রতিগমন ক'র্ব্বো। এখন এ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ ক'র্ল্যে, যার পর নাই অসন্তুষ্ট হ'ব। ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, রাম, প্রাণ ত্যাগেও ক্ষুব্ধ নয়।

জাবালি। (শিরঃকম্পন পূর্ব্বক বাগাড়াম্বর সহকারে) রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে বনে বাস ক'র্ত্তে অনুমতি দিয়েছিলেন, তা' আপনি উপবনে বাস ক'রেও তাঁ'র বাক্য পালন ক'র্ত্তে পারেন্। বন আর উপবনে কিছুই প্রভেদ নাই। তরুসমষ্টির নাম বন, উপবনও বৃক্ষ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়; এতাবতা উপবনই বন। বন হিংস্র জন্তুপূর্ণ, তা' মহারাজের উপবনেও

নানা জাতি পালিত পশু আছে; অতএব আপনার উপবন-বিহার অযৌক্তিক ব'লে বোধ হয় না। আর দেখুন্, মহারাজ আপনাকে প্রথমেই রাজ্য-ভার দেন, পরে মহিষীর অনুরোধে বনে যেতে বলেন; প্রথম আদেশ প্রথমে পালন, দ্বিতীয় নিদেশ তৎপরে সমাধা ক'র্ত্তে হয়। আপনি এই ক্রম অতিক্রম ক'রে, মহারাজের প্রথম আদেশের প্রতি লক্ষ্য না ক'রে, তাঁ'র দ্বিতীয় বাক্য রক্ষা ক'র্ত্তে যত্নবান্ হ'চ্ছেন, এ ন্যায় ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। অতএব মহারাজের প্রথম আদেশক্রমে রাজ্যভার গ্রহণ করুন্, পরে দ্বিতীয় নিদেশের অনুষ্ঠান ক'র্ব্বেন্। জটা বল্কল ধারণ করা ত রঘুবংশীয়দের কুলধর্ম্ম; আপনি শেষ বয়সে মহা-রাজের শেষ নিদেশ পালন ক'র্ব্বার জন্য বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'র্ব্বেন্। এ হ'লে উভয় পক্ষ রক্ষা হ'বে,এবং আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হ'বে। অতএব, এক্ষণে রাজধানীতে চলুন, মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করুন্; অনেক মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আশান্বিত হ'য়ে আপনাদের আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন। এতে সকল ধর্ম্ম বজায় থা'ক্‌বে।

রাম। (সহাস্যমুখে) ভগবন্! আপনি স্থির হ'ন্। আপনার তর্কশক্তি যথেষ্ট আছে তা'র পরিচয় পাওয়া যা'চ্ছে। নিরর্থক হেতুবাদে ধর্ম্ম লোপ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি পিতার আজ্ঞা পালনে কা'রো অনুরোধ উপরোধ শুন্‌ব না; আপনারা কেন নিরর্থক প্রয়াস পান্? ভরত বালক, তা'রে সঙ্গে ল'য়ে রাজধানীতে গমন করুন্; যা'তে রাজ্য নিরাপদে থাকে, এরূপ সুপরামর্শ সর্ব্বদা দেবেন্।

ভরত। (বশিষ্ঠের প্রতি) কুলগুরো! অগ্রজ ত কোনো ক্রমেই রাজশ্রী পরিগ্রহ ক'র্ল্যেন না, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? একদিকে, লোকনিন্দা, অপর দিকে, পিতার কথার অন্যথাচরণ ও অগ্রজের আজ্ঞা অপালন। সর্ব্বথা আজ আমি বিষম বিপদে প'ড়্‌লাম। এখন কি করি, আমাকে উপদেশ দিন্।

বশিষ্ঠ। (ক্ষণেক চিন্তার পর) রাজকুমার! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজা পালনই পরম ধর্ম্ম, তা'ই রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রজের অনুমতি ল'য়ে রাজধানীতে প্রতিগমন কর।

ভবত্‌। (রামের প্রতি) আর্য্য! আপনকার আদেশ অনুসারে আমি আপনার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্তই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্ব্বো। এখন আমাকে আপনার পাদুকাদ্বয় অর্পণ করুন্; শ্রীপদ-পাদুকা হেমপীঠে স্থাপিত ক'রে, সেই বলেই আমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্ব্বো।

রাম। (হৃষ্টচিত্তে বশিষ্ঠের প্রতি) ভগবন্‌! এ অবস্থায় পাদুকা-পরিগ্রহ করা যায় কি না? ভরত আমার পাদুকা-যুগল প্রার্থনা ক'চ্ছে।

বশিষ্ঠ। বৎস! কুশ-রচিত সমুদয় বস্তুই সকল সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তুমি দর্ভময় পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহ ক'রে ভরতেরে অর্পণ কর।

রাম। ভগবন্‌! আপনার আদেশ অবশ্যই অখণ্ডিতভাবে সম্পাদিত হ'বে। এক্ষণে নিশাবসান-প্রায়, পিতার পারত্রিক কার্য্য সমাধার জন্য পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীতে আমাদের ল'য়ে চলুন।

বশিষ্ঠ। হাঁ অবশ্য।—তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

পঞ্চবটী সন্নিহিত বিজন প্রদেশ।

(রাম লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ।)

সীতা। (ম্লানমুখে রামের প্রতি) আর্য্যপুত্র! পঞ্চবটী আর কত দূর আছে?

রাম। প্রিয়ে! আর অধিক দূর নাই; ঐ যে সম্মুখে দেখা যা'চ্ছে। (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ।)

সীতা। (পরিক্লান্ত বচনে) তবে চলুন।

রাম। (সবিষাদে) হা দুর্দ্দৈব! যে অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা জানকী কখনো অন্তঃপুরান্তর হন্ নাই, বিমানচারী বিহঙ্গেরাও যে রঘু-কুল-বধূর মুখ-বিধু কখনো দর্শন ক'র্ত্তে পায় নাই, সর্ব্বদা শত শত কিঙ্করী যাঁ'র পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক্ত, যে কোমলাঙ্গী কমলার পদ-কমল কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শে রক্তোদ্গীর-গোন্মুখ হ'ত, যে চার্ব্বঙ্গীর চারু অঙ্গ দুর্লভ রত্নরাজি-রচিত অলঙ্কারে সতত বিভূষিত থাক্ত, যে রঘু-কুল-রাজলক্ষ্মী লক্ষ লক্ষ লোকের দর্শন-অভিলষণীয়

ছিল, এখন সেই কনক-লতা সীতা দীনা হীনা বন-বাসিনী তপস্বিনী বেশে বনে বনে পর্য্যটন ক'চ্ছেন্!! আতপ-তাপে প্রিয়ার মুখমণ্ডল প্রভাতকালীন চন্দ্রমার ন্যায় মলিন ও নিস্প্রভ হ'চ্ছে! হায়! আমাকে প্রেয়সীর ঈদৃশ কষ্টও স্বচক্ষে, অবলোকন ক'র্ত্তে হ'ল! না জানি, অদৃষ্টে আরো কত আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সীতা। নাথ! আপনি আক্ষেপ ক'র্ব্বেন্ না। সতত স্বামীর সহবর্ত্তিনী থাকা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর অধিক কি সুখ আছে?

লক্ষ্মণ। (রামের প্রতি) আর্য্য! দেবীর দুঃখ আর চক্ষে দেখা যায় না। ঐ দেখুন্, কুশাঙ্কুরাঘাতে আর্য্যার চরণযুগল রুধিরধারে রঞ্জিত হ'য়েছে।

রাম। (সবিষাদে) হা হতবিধে! জানকীর অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছ! মন্দভাগা রামের হস্তে পতিতা হ'য়ে জানকীর ভাগ্যে সুখভোগ হ'ল না। রাজকন্যা ও রাজবধূ হ'য়ে এমন দুঃখ কেউ কখনো পায় নাই।——হা মাতঃ কৌশল্যে! তোমার প্রাণাধিকা বধূর এত কষ্ট কিছুই জান্তে পা'চ্ছ না। যে বধূ জানকীকে কখনো মৃত্তিকা

স্পর্শ কর্ত্তে্যও দিতে না, এখন তোমার সেই সীতার কোমল পদ কণ্টকাঘাতে শোণিতসিক্ত হ'চ্ছে!—রে দগ্ধ নয়ন! প্রিয়া জানকীর এ দুঃখ আর দেখিস্ না, এখনি চিরমুদিত হ'!

সীতা। জীবিতেশ্বর! দাসীর জন্য এত ব্যাকুল হ'চ্ছেন কেন? আপনার কষ্ট অপেক্ষা আমার কষ্ট তত অধিক নয়। আপনি নিকটে থা'ক্‌লে, কোনো কষ্টকেই কষ্ট ব'লে আমার বোধ হয় না।

রাম। প্রাণেশ্বরি! পতিপ্রাণা প্রমদার প্রধান ধর্ম্মই এই। তোমার ন্যায় গুণবতী সতীর পতি হওয়া, অনন্ত সুখের বিষয়।—প্রিয়ে! তোমার সদ্গুণ-পাশে আমার মন দৃঢ় আবদ্ধ র'য়েছে; এমন কি, তোমারে তিলেকের জন্যও নয়নান্তরিত ক'র্ত্তে্য, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়।

সীতা। নাথ! দাসীর প্রতি এরূপ অনুগ্রহ যেন চিরকালই থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এর অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে?

রাম। প্রিয়ে! তোমার বচন-সুধায়, আমার কর্ণকুহরে সততই অমৃতধারা বর্ষণ হয়; সর্ব্ব

শরীর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়; ইন্দ্রিয়-গণ আপনা হ'তেই অবশ হ'য়ে স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করে।

লক্ষ্মণ। (সবিষাদে) হা সুপবিত্রে অযোধ্যা-নগরি! তুমি এখন বিধবা হ'য়ে দস্যু ভরতের হস্তগত হ'য়েছ!! যখন ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ আর্য্য রাম-চন্দ্র তোমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন, তখন আর তুমি সেই পুণ্যপুরী নও; শ্মশান অপেক্ষাও অশুচি হ'য়েছ।—হা মাতঃ বসুন্ধরে! এখনি দ্বিধা হ'য়ে, ভরত ও সকৈকেয়ী অযোধ্যাকে গ্রাস কর; রাম-ত্যক্ত অযোধ্যা আর দর্শনীয় নয়।

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! তুমি এরূপ বাক্য কেন প্রয়োগ ক'চ্ছ? ভরত অতি ধার্ম্মিক, তা'র নিন্দা ক'রো না।

লক্ষ্মণ। (উগ্রভাবে) তিনি যখন এখনো সেই পিশাচী কৈকেয়ী মাতার দণ্ড বিধান করেন নাই, তখন তিনি আর ধার্ম্মিক-পদবাচ্য ন'ন্।—পিশাচী-গর্ব্ভজাত কি কখনো ধর্ম্মাত্মা হ'য়ে থাকে? সর্পিণী-অণ্ডে কি কখনো ময়ূর-শাবক জন্মায়? শার্দূলী গর্ভে কি কখনো হরিণ-শিশু জন্মগ্রহণ

করে ?—আর্য্য! আপনি অনুমতি করুন্, এখনি নিজ বাহুবলে পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান ক'রে অযোধ্যার রাজাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করি। ভরত যদি ত্রিলোক সহায় ক'রে আ'সেন, তথাপিও লক্ষ্মণের এই অভেদ্য কোদণ্ডচ্যুত অমোঘ শর-জালের প্রচণ্ড বেগ কখনই সহ্য কর্ত্তে সমর্থ হ'বেন না।—অগ্নি যদি দাহিকাশক্তি পরিহীন হয়, পশ্চিম গগণে যদি দিনকরের উদয় হয়, রসা যদি রসাতলে গমন করে, তথাপিও লক্ষ্মণের বাক্য কখনো অন্যথা হ'বে না।—আর্য্য! এই দেখুন, আমি শরাসনে শর সন্ধান ক'ল্যেম। (ধনুকে শর যোজনা।)

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! তুমি বাতুল হ'লে না কি ? নিরস্ত হও। তোমার ন্যায় বীর-পুরুষের কিছুই অশক্য নাই, তা' আমি অবগত আছি। ত্বদীয় ভীষণ শরবেগ, বোধ হয়, সুমেরুও সহ্য ক'র্ত্তে পারেন না। কিন্তু ভ্রাতঃ! বিমাতা কৈকেয়ী ও সুশীল ভরত সততই আমাদের অবধ্য। তুমি আর ও কথা কদাচ জিহ্বাগ্রে আনয়ন ক'রো না; এর উচ্চারণেও পাপ হয়। অস্ত্র সংযত কর।

লক্ষ্মণ। (শর সংযত করিয়া) আর্য্য! আপনকার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করা কা'র সাধ্য?

সীতা। দেবর লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রকে এই জন্যই রঘু-কুল-তিলক বলে।

লক্ষ্মণ। দেবি! আর্য্যের গুণগ্রাম ত্রিভুবনখ্যাত। দেখুন্, রাজ্যনাশে ও বনবাসে আর্য্যের মনে কিছুমাত্রও বৈকল্য নাই।—প্রবল বাত্যাবেগে গভীরার্ণবও কখনো অক্ষুব্ধ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আর্য্যের মন এততেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই। জগতে ঈদৃশ মহাত্মাই ধন্য!

সীতা। আর্য্যপুত্রের সহ্য-গুণ, মাতা বসুমতী অপেক্ষাও অধিক; মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই।

রাম। প্রিয়ে! আমার মনস্তাপের কারণ কি? ভরত ত আমার পর নয়, তবে তা'র রাজ্য ভোগে মনে ক্ষোভের উদয় হ'বে কেন? দেখ, সেও কিছু স্বেচ্ছায় রাজ্য পালন ক'চ্ছে না; আমার আজ্ঞাক্রমেই ন্যস্ত ধনের ন্যায় রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ক'চ্ছে। আরো দেখ, পিতামাতার সেবাশুশ্রূষাদি করাই সন্তানের অনুষ্ঠেয় কার্য্য; তদ্বিপরীতাচরণে অশেষ অধর্ম্মের সঞ্চার হয়। ভরত, পরম

পবিত্র রঘুকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে, মাতৃদণ্ড রূপ বিষম পাপ-পঙ্কে কি রূপে লিপ্ত হ'তে পারে? আমি ভরতের ভ্রাতৃভক্তি ও সদ্বিবেচনা দর্শনে পরম প্রীতি লাভ ক'রেছি। তোমরা, আমার সমক্ষে, আর তা'র নিন্দাবাদ ক'রো না। আহা! চিত্রকূটে ভরতকে যখন অযোধ্যায় বিদায় দিই, ভরতের তৎকালিক রোদন ও বিলাপের কথা স্মৃতিপথে উদিত হ'লে, এখনো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

লক্ষ্মণ। (সহাস্য মুখে) সে সমস্তই কপট। আপনার সরল মন, সেই জন্যই চাতুর্য্য বু'ঝ্‌তে পারেন না। দেখুন্, ব্যাধেরাও সুমধুর বংশীবাদনে সরল-বুদ্ধি মৃগের মন মুগ্ধ ক'রে থাকে।

রাম। ভ্রাতঃ! ও কথার আলোচনা পরিত্যাগ কর; অন্যথা, মর্ম্মান্তিক পীড়া পা'ব। তুমি কখনই আমার বাক্যের প্রতিবাদ কর নাই, এক্ষণে তা' নূতন দেখ্‌ছি।

লক্ষ্মণ। (সবিনয়ে) আর্য্য! প্রচণ্ড প্রভঞ্জন-প্রতাপে প্রকাণ্ড পাদপ পৃথ্বী-পাতিত হ'লে কি তদাশ্রয়ী বিহগকুল নীরবে ও নিরুদ্বেগে থাক্তে পারে? আমরা আপনার আশ্রিত, আপনার

কোনো বিপদ বা ক্লেশ হ'লে, আমরাও বিপদ ও ক্লেশ অনুভব করি। আর্য্য! ক্রোধোদয়ে মনুষ্যের জ্ঞান লোপ পায়, আপনার সমক্ষে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ হ'য়ে থাকে, তবে এ চিরদাস লক্ষ্মণের প্রতি কৃপাকটাক্ষবিক্ষেপে অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।

রাম। (লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া) ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! সাধু! সাধু! তোমার বাক্যে আমি পরম পরিতুষ্ট হ'লেম। তুমি যে নিতান্তই আমার শুভাভিলাষী, তা' আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। ভ্রাতঃ! তুমিও কেবল আমার জন্য রাজ্যত্যাগী হ'য়ে অকারণে দারুণ দুঃখ ভোগ ক'চ্ছ।

লক্ষ্মণ। ভৃত্য নিকটে উপস্থিত না থা'ক্‌লে প্রভুর সেবা কে ক'র্ব্বে? প্রভুর মঙ্গলামঙ্গলেই ভৃত্যের মঙ্গলামঙ্গল।

রাম। প্রিয়ে জানকি! লক্ষ্মণ আমাদের নিতান্ত অনুগত। ঈদৃশ ভ্রাতৃরত্ন লাভ করা পরম শ্লাঘার বিষয়।

সীতা। আর্য্যপুত্র! দেবর লক্ষ্মণ সততই আমাদের মঙ্গলানুধ্যায়ী। লক্ষ্মণের ঋণ কিছুতেই পরিশোধ হ'বার নয়।

লক্ষ্মণ। দেবি! আপনারা সবিশেষ অনুগ্রহ করেন ব'লেই এ কথা ব'ল্‌ছেন। গুণদর্শন আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ।

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! আমাদের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ ক্লেশে, জানকীর নিরতিশয় কষ্ট হ'চ্ছে। জানকীর এ দুঃখ আর প্রাণে সহ্য হয় না।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ দাসও ইতিপূর্ব্বে তা'র উল্লেখ ক'রেছে। রাজদুহিতা ও রাজবধূর বনবাস-জনিত এ দারুণ ক্লেশ সহ্য হ'বে কেন?

রাম। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) এই জন্যই গৃহে থাক্তে জানকীকে তৎকালে অনুরোধ ক'রেছিলাম।

সীতা। আর্য্যপুত্র! প্রভু যা'র বনবাসী, সে কি কখনো গৃহসুখাভিলাষী হ'যে থাক্তে পারে?—সতত দিনমণি পার্শ্বে থা'ক্‌লে, নলিনী কি কখনো মলিনী হ'য়ে থাকে? আপনি যখন নিকটে আছেন, তখন আমার কষ্টেরই বা কারণ কি?

রাম। (লক্ষ্মণের প্রতি) সীতা রামময়-জীবিতা, সেই জন্য এরূপ ব'ল্‌ছেন।—যা'হ'ক্ ভ্রাতঃ! এখন কি করা কর্ত্তব্য?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এ দাসের মতে, এই পঞ্চ-

বটীর কোনো সুরম্য প্রদেশে আশ্রম ক'রে কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

রাম। ভ্রাতঃ! এ জনশূন্য নিবিড়ারণ্য, হিংস্র শ্বাপদ ও দুবাচার নিশাচরের আবাসস্থল। এ স্থানে অবস্থানে অশেষ আপদের আশঙ্কা আছে।

সীতা। (সভয়ে) তবে এখানে অবস্থিতিতে কাজ নাই; চলুন, অন্যত্র গমন কবি।

লক্ষ্মণ। দেবি! যে আর্য্যের শরাগ্নিতে তাড়-কাদি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসবৃন্দ ভস্মীভূত হ'য়েছে, তাঁ'র বিদ্যমানে ও এ দাস লক্ষ্মণের হস্তে ধনুঃশর থাক্তে, ত্রিভুবনের কা'রো আপনার ভয় নাই; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্।

রাম। ভ্রাতঃ! তবে সত্বরই অবস্থানোপ-যোগী স্থলান্বেষণ কর; আর কালক্ষেপে প্রয়োজন নাই। পুণ্যসলিলা গোদাবরী তটে অনেক সুরম্য স্থান আছে; চল, সেই স্থলে গমন করি।

লক্ষ্মণ। যে আজ্ঞা, চলুন্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমরাবতী। দেবসভা।

[ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, কন্দর্প, যম প্রভৃতি দেবতাবর্গ যথাস্থানে আসীন।]

চন্দ্র। দেবরাজ! দুর্দ্দান্ত রাবণের অত্যাচার অতি অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। অমরগণ রাবণভয়ে ভীত হ'য়ে স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ ক'চ্ছেন। মুনি ঋষিরা, দুরাচার নিশাচরদের উৎপাতে, যাগ যজ্ঞাদির আর অনুষ্ঠান ক'র্ত্তে সাহসী হন্ না। তাপসকুল ভয়াকুল হ'য়ে ক্রমেই তপস্যা-বৃত্তি পরিহীন হ'চ্ছেন। সকলেই রাবণ ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছে। এক্ষণে সত্বর এর প্রতিবিধান করুন্।

বায়ু। রাবণ অতি দুর্দ্ধর্ষ। বরদৃপ্ত হ'য়ে দেবতাদের প্রতিও দৃক্পাত করে না। রাবণের ভয়ে কা'রো মনে সুখ নাই। আনন্দধাম স্বর্গপুরী

এক্ষণে নিরানন্দময়। দুরাচারের অত্যাচারে ত্রিদশালয় একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়েছে।

ইন্দ্র। রাবণ দুর্জেয়; রাবণের রণে আমি বারংবার পরাজয় স্বীকার ক'রেছি। রাবণাত্মজ মেঘনাদের নাম স্মরণ হ'লে এখনো আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাকে পরাজিত ক'রে দুর্ম্মদ মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ নাম ধারণ ক'রেছে। সে দুরাত্মাও রাবণ হ'তে ন্যূন নয়।

চন্দ্র। রাবণ, দেবতাদের প্রতি অতিশয় নিগ্রহ ক'চ্ছে। প্রায় সকল অমরকেই দশাননের দাস্যবৃত্তি স্বীকার ক'র্ত্তে হ'য়েছে। আমাকে প্রতি নিশাতেই লঙ্কাপুরীতে পূর্ণরূপে উদিত হ'তে হয়; এক দিনও বিশ্রাম পাই না।

বায়ু। নিগ্রহের কথা আর কি ব'ল্‌বো, লঙ্কাপুরীতে আমাকে সম্মার্জ্জকের কার্য্য ক'র্ত্তে হয়। রাবণ কখন কি করে এই আশঙ্কায় মন সততই অস্থির থাকে।

অগ্নি। রাবণ আমাকে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছে। কি করি, ভয়ক্রমে তা'ই স্বীকার ক'রেছি।

বরুণ। রাবণোদ্যানে ও লঙ্কার রাজপথে আমাকে সততই সলিল সিঞ্চন ক'র্ত্তে হয়। অত্যাচাব আর সহ্য হয় না।

ইন্দ্র। আমিও স্বয়ং রাবণালয়ে পুষ্পহার গ্রন্থন কার্য্যে নিযুক্ত আছি। কি করি, সময়-বৈগুণ্যে সবই সহ্য ক'র্ত্তে হয়।

যম। দেবরাজ! সর্ব্বাপেক্ষা আমারই নিগ্রহ অধিক। দুর্ম্মতি দশানন আমাকে অশ্বের পরিচর্য্যায়-নিযুক্ত ক'রেছে!! আমি মৃত্যুপতি হ'য়েও লঙ্কাপতির ভয়ে সততই ব্যাকুল থাকি। প্রকারান্তরে অমর-বর লাভ ক'রে রাবণ কা'রো গ্রাহ্য করে না। দুর্ম্মতির দর্পে বসুমতী নিতান্ত উৎপীড়িতা হ'য়েছেন।

ইন্দ্র। দুর্ব্বৃত্ত দশানন আপন বরদাতা সেই বিধাতাকেই গৃহে পুরাণ-পাঠক ক'রে রেখেছে। দেবাদিদেব স্বয়ং মহাদেবকেও ত্রিশূল হস্তে সর্ব্বদা লঙ্কাপুরী রক্ষা ক'র্ত্তে হয়, তা' অপরের কা কথা?

বায়ু। আর যদি তৎকালে চক্রান্ত ক'রে রাবণ-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সদানিদ্রার উপায় বিধান করা না হ'ত, তা' হ'লে আর নিস্তার থাক্ত না। তথাপি

দুষ্টের যে দিন নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে দিন ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত হ'তে থাকে।

চন্দ্র। রাক্ষসকুল মধ্যে বিভীষণই পরম ধার্ম্মিক।

ইন্দ্র। এই জন্যই বিভীষণ অযাচিত হ'য়েও অমর-বর লাভ ক'রেছে। দুর্বুদ্ধি রাবণ, ধার্ম্মিক বিভীষণের কোনো পরামর্শই গ্রহণ করে না; সততই স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করে।

বায়ু। রাজ্যহরণ ও স্ত্রীহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মই রাবণের প্রধান কার্য্য। লঙ্কার অবরোধে সহস্র সহস্র সতী মহিলাও অপহৃতা হ'য়ে আছে।

ইন্দ্র। এই পাপেই দুরাচারের সত্বর সবংশে সংহার হ'বে। রাবণ-নিধনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীপতি রামাবতার হ'য়েছন।

বায়ু। শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে পিতৃ-সত্য পালনানুরোধে, সানুজ ও সস্ত্রীক, পঞ্চবটী মহারণ্যে গোদাবরী তীরে অবস্থান ক'চ্ছেন।

ইন্দ্র। (সহর্ষে) তবে রক্ষোবংশধ্বংস অতি সন্নিকট। দেবতাদের আর কোনো চিন্তা নাই। এত দিনের পর পৃথিবীর ভার অপনীত হ'বে;

অমরাবতী আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দময় ও সুখধাম হ'বে।

চন্দ্র। এ অতি বিচিত্র! যাঁ'র ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি বিলয় প্রাপ্ত হয়, রাবণ-নিধন কারণ তাঁ'কেই আবার মানব-জন্ম পরিগ্রহ ক'র্ত্তে হ'ল!!

ইন্দ্র। বিধাতার বরে কেবল নর ও বানর ব্যতীত, সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি কা'রো হস্তে রাবণের মৃত্যু নাই, সুতরাং তিনি নর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন। এই বর-প্রভাবেই ত রাবণ অজেয়; নতুবা, তা'র কি সাধ্য যে আমাদের পরাজয় করে?

বায়ু। রাবণবধোদ্দেশে সুগ্রীব, হনূমান, নল, নীল প্রভৃতি মহাবল বানরগণও দেবাংশে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। তা'রা সব শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা ক'র্ব্বে। কপিগণ সহায়ে রামলক্ষ্মণ অবশ্যই রাবণ-বিজয়ী হ'বেন।

চন্দ্র। যা' হ'ক্, এক্ষণে যা'তে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের বিবাদ ঘটনা হয়, তদুপায় বিধান করাই আশু কর্ত্তব্য।

বরুণ। হাঁ কর্ত্তব্য বটে; কারণ প্রভু নরাকার

ধারণ ক'রে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছেন। আর নরাকারে নরলীলাই কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র। সেই জন্যই কৈকেয়ীর ঈর্ষায় শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হ'য়েছেন। রাবণ-বধের নিমিত্ত আমরাই চক্রান্ত ক'রে কৈকেয়ী দ্বারা তাদৃশ নিদারুণ বরদ্বয় প্রার্থনা করাই।

বায়ু। দেবোপকারের নিমিত্ত কিন্তু কৈকেয়ী রাণীর চিরকলঙ্ক হ'ল। যুগে যুগে এর ঘোষণা থা'ক্‌বে।

চন্দ্র। সে বিচার এক্ষণে অনাবশ্যক; উপস্থিত বিষয়ের বিধান করুন্।

ইন্দ্র। সে বিধান ত পূর্ব্বেই করা হ'য়েছে। রাবণ, লক্ষ্মী-রূপা জানকী দেবীকে হরণ ক'র্ব্বে, তা' হ'লেই বিরোধ সংঘটন হ'বে। সেই কোপেই শ্রীরামচন্দ্র সবংশে রাবণ-নিধন ক'র্ব্বেন। এ উপায় অমোঘ।

চন্দ্র। হাঁ, এ উপায় উত্তম। আর রাবণের যেরূপ স্বভাব, তা'তে এ কিছু অসম্ভব নয়। অণুমাত্র অনুসন্ধান পেলে সীতাদেবীর ন্যায় সর্ব্বললামভূত রমণী-রত্ন হরণ ক'র্ত্তে রাবণের মত দুরাচার কখনই পরাঙ্মুখ হ'বে না।

বরুণ। তবে এক্ষণে রাবণ, সীতাদেবীর অনুসন্ধান যে রূপে সত্বর প্রাপ্ত হয়, তা'ই করুন্।

বায়ু। রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা, পঞ্চবটী সন্নিহিত দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করে। তা'র দ্বারাই এ উদ্দেশ্য সাধন হ'তে পারে।

ইন্দ্র। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) অতি উত্তম! শূর্পণখা যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হয়, তা' হ'লে জিতেন্দ্রিয় রামলক্ষ্মণ কর্তৃক রাক্ষসী অবশ্যই অপমানিতা হ'বে। সেই ক্রোধে নিশাচরী, প্রতিহিংসা মানসে ভ্রাতা রাবণের নিকট রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসুন্দরীর সমাচার প্রদান ক'র্ব্বে, তা' হ'লে দুরাচার দশানন সীতা হরণে কখনো নিবৃত্ত থা'ক্‌বে না। এই পরামর্শই উত্তম! এক্ষণে এর উপায় বিধান করা যা'ক্। কা'র প্রতি এ ভার অর্পণ করা যায়? ওঃ হ'য়েছে!—কন্দর্প দেব! তুমিই সত্বর এর বিহিত বিধান কর।

কন্দর্প। দেবরাজ! রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার নিকট গমন ক'র্ত্তে আমার সাহস হয় না। আপনাদের অনুরোধে হরের যোগ ভঙ্গ ক'র্ত্তে গিয়ে

একবার ত ভস্মীভূত হ'য়েছিলেম, ভাগ্যবলে আবার প্রাণ দান পেয়েছি।

ইন্দ্র। মীনকেতন! তুমি সংসার মধ্যে অজেয়, তোমার কোনো ভয় নাই। দেবকার্য্য সত্বর সমাধা ক'রে এসো; আর বিলম্ব ক'রো না।

কন্দর্প। আপনাদের আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয়। তবে চল্লেম্, এখন আমার অদৃষ্টে যা' থাকুক্! (প্রস্থান।)

(নেপথ্যে গাত।)

রাগিণী কালেংড়া।—তাল কাওয়ালী।

প্রেয়সি প্রাণ-প্রতিমা, কোথা মম রতি সতি।
আবার অদৃষ্টে প্রিয়ে! বুঝিবা ঘটে দুর্গতি॥
যেতে শূর্পণখা পাশ, মনেতে হ'তেছে ত্রাস,
বুঝি করিবেক গ্রাস, রাক্ষসী নৃশংসা অতি॥
হর-ক্রোধে একবার, দেহ হ'য়েছিল ছার,
জীবন পাই আবার, তব গুণে রসবতি॥
কি করি না গেলে নয়, দেবাজ্ঞা লঙ্ঘন হয়,
কিন্তু মনে ভাবি ভয়, কব প্রিয়ে অবগতি॥
চলিলাম আমি তবে, বিদায় হইনু এবে,
পুনরপি দেখা হ'বে, যদ্যপি পাই নিষ্কৃতি॥

ইন্দ্র। কন্দর্পদেব ত প্রস্থান কর্ল্যেন, চল আমরাও এক্ষণে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ দৃশ্য।

পঞ্চম দৃশ্য।

পঞ্চবটীবন। পর্ণকুটীর।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা উপস্থিত।)

রাম। প্রিয়ে জানকি! দেখ, আমাদের অবস্থান জন্য ভ্রাতৃবর লক্ষ্মণ কেমন বিচিত্র পর্ণকুটীর রচনা ক'রেছে। আমাদেব ক্লেশ নিবাকরণ কারণ, লক্ষ্মণ সকল আয়াসই স্বীকার ক'চ্ছে।

সীতা। আর্য্যপুত্র! দেবর লক্ষ্মণের রচনাকৌশল অতি চমৎকার! আর, আপনার সহবাসে এই পর্ণকুটীর, মণিময় মন্দির হ'তেও আমার মন হরণ ক'রেছে।

লক্ষ্মণ। (সহাস্যে) দেবি! তবে আমি পুরস্কার পেতে পারি?

সীতা। বৎস! এখনকার পুরস্কার আমাদের আশীর্ব্বাদ মাত্র।

লক্ষ্মণ। তা'ই আমার যথেষ্ট। আর্য্যে!

এই আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন আপনাদের শ্রীচরণে এরূপ ভক্তি অবিচলিত ভাবে থাকে; আর যেন সত্বর অযোধ্যার রাজাসনে আর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, স্বকরে আপনাদের শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজন দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

সীতা। (সসন্তোষে) তা'ই হ'ক্! আরো আমি আশীর্ব্বাদ করি, ভগিনী ঊর্ম্মিলার সহবর্ত্তী হ'য়ে রাজসুখ সম্ভোগ কর।

লক্ষ্মণ। দেবি! রাজসুখের প্রয়োজন নাই। আপনাদের শ্রীচরণ-সেবনই আমার পবম সুখ। আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন সেই অমূল্য সুখে বঞ্চিত না হই।

সীতা। (সাহ্লাদে) দেবর লক্ষ্মণ নিতান্তই ভ্রাতৃপরায়ণ।

রাম। প্রিয়ে! লক্ষ্মণ চিরকালই আমাদের অনুগত। অন্যথা, এই বনবাসক্লেশ সহ্য ক'র্ত্তে আমাদের অনুগমন ক'র্ব্বে কেন?

সীতা। নাথ! তা' সত্য বটে। রাজসুখ-ভোগ আর আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ ক'রে ভ্রাতার সঙ্গে কে বনগামী হয়?

লক্ষ্মণ। দেবি! ছায়া সততই দেহের সহগামী।

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! পঞ্চবটীর এই প্রদেশ পরম রমণীয় স্থল। আমাদের অবস্থিতির জন্য অতি সুন্দর স্থানই মনোনীত ক'রেছ।—অদূরে স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী; চতুর্দ্দিকে ফলভারাবনত তরুরাজি; কুটীর পার্শ্বে নয়নরঞ্জন কুসুম-কাননের অপূর্ব্ব শোভা; মধুপানোম্মত্ত মধুকরের সুমধুর ঝঙ্কার; বনচর বিহঙ্গের সুললিত সঙ্গীত; কুরঙ্গ-কুলের মনোহর ক্রীড়া; জলপ্রপাতের ঝর্ ঝর্ রব; শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর্ ধ্বনি; স্নিগ্ধ বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দ; এই সমস্ত গুলির অতি চমৎকার সমাবেশ! পঞ্চবটী যেন প্রকৃতি দেবীর প্রমোদোদ্যান!—আর ঐ দেখ, শাল্মলী-তলে কেমন দু'টী করি শিশু কেলি ক'চ্ছে!

[সকলের নিবিষ্টমনে নিরীক্ষণ। পুষ্প-হার গ্রন্থন করিতে করিতে রঙ্গভূমির অপর পার্শ্বে শূর্পণখার প্রবেশ।]

শূর্পণখা। (আপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বাঃ! কি চমৎকার বেশ্ই হ'য়েছে! আপ্নার রূপ দেখে আপ্নিই স্থির থাক্তে পাচ্ছিনে।

এখন আমারে রাক্ষসী ব'লে কে চিন্‌তে পারে? আমরা মায়াবী, যখন যা ইচ্ছা সেই রূপ্‌ই ধর্ত্তে পারি। এই দিব্য ষোড়শী যুবতী হ'য়েছি, মনে কল্যে এখনি আবার বৃদ্ধা হ'তে পারি। (আপন হস্তস্থিত পুষ্পহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! কেমন সুন্দর মালাছড়াটী গেঁথেছি! (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) এ মালা এখন দিই কা'র গলায়? (ক্ষণেক মৌনান্তে) আজ্‌ আমার মনটা এত উতলা হ'ল কেন? এই তো কতকাল এই পঞ্চবটী বনে বেড়াচ্ছি, কত কি দেখ্‌ছি, কখনো তো আমার এত যাতনা বোধ হয়নি? আজ্‌ যেন মনের ভিতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে। এই এত শোভা দেখ্‌ছি, কোথায় আহ্লাদ হ'বে, না, যত দেখি ততই জ্বালাতন হ'চ্ছি। এই ফুলের মালা অন্য দিন গলায় দিই, কত সুখ পাই, এই চন্দন গায়ে মাখি, শরীর শীতল হয়; আজ্‌ যেন কিছুতেই মন স্থির হ'চ্ছে না।

(রঙ্গভূমির পার্শ্বান্তরে কন্দর্পের প্রবেশ।)

কন্দর্প। হায়! দেবাজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্ত্তে এসে আজ্‌ বুঝি রাক্ষসীর আহার হই!! আমি এই

ফুলবাণে ত্রিভুবনবিজয়ী, সর্ব্ব লোকেই আমাকে অজেয় বলে; কিন্তু আজ্ শূর্পণখার নিকটে গমন ক'র্ত্তে হৃৎকম্প উপস্থিত হ'চ্ছে। (সখেদে)—হা প্রিয়ে রতি! হা সখে বসন্ত! হা মিত্র মলয়ানিল! তোমাদের নিকট আজ্ জন্মের মত বিদায় হই!! দেবগণ, রাবণ নিধনের নিমিত্ত অগ্রে আমাকেই বুঝি শূর্পণখার সমীপে বলি প্রদান কর্ল্যেন!! এখন আর বৃথা চিন্তায় কি হ'বে? যে কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'রেছি তা' অবশ্যই সমাধা ক'র্ত্তে হ'বে। তবে সহসা সম্মুখে গমন করাও বিধেয় নয়। এই নিকটস্থ বৃক্ষান্তরালে ক্ষণেক অপেক্ষা করি, সুযোগ অনুসারে পরে স্বকার্য্য সাধন ক'র্ব্বো। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শূর্পণখা। এখানে থেকে আর কি করি? খানিক বেড়িয়ে দেখি, যদি মনের জ্বালা যায়।

(নেপথ্যে কোকিল-কূজন।)

কন্দর্প। (প্রকাশ হইয়া) এই যে, উত্তম সুযোগ হ'য়েছে! তবে আর বিলম্ব কেন?

কোকিল কূজিছে অই, বসিয়া রসালে।
অবসরে ছাড়ি শর, যা' থাকে কপালে॥

[শূর্পণখার প্রতি ফুলবাণ ক্ষেপণপূর্ব্বক কন্দর্পের প্রস্থান। নেপথ্যে পুনঃ পিকধ্বনি।]

শূর্পণখা। আঃ! পোড়া কালো পাখীটা আবার এই সময় মর্‌তে লাগ্‌লো দেখ! ওটার ডাক যেন কাণে বিষ ঢেলে দিচ্ছে!! আ মরি! কিবা মধুর স্বর!! যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ!! এই ছার পাখীর আবার লোকে সুখ্যাত্‌ করে!!

পোড়া পাখীর কিবা গুণ!
ডেকে করে মানুষ খুন!!

(নেপথ্যে পুনঃ পিকরব।)

আ মরণ! নিপাত যাও! আর যেন তোমারে 'কুহু কুহু' না ক'র্ত্তে হয়! (কোপভরে)—জানিস্‌নে আমি সতী সাধ্বী? মনে কল্যে এখনি তোরে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তে পারি।

শোন্‌রে'বলি কালোপাখি।
সময় গুণে স'য়ে থাকি॥

(নেপথ্যে পুনঃ পিকধ্বনি।)

বড় জ্বালাতন কল্যে যে রে! দূর্‌ হ'ক্‌, এখান থেকে আর এক দিকে চলে যাই। (পরিক্রম) কৈ, কিছুতেই যে মনের জ্বালা যায় না! আজ্‌

আমার এ কি হ'লো ? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পর্ণ-কুটীরে রাম প্রভৃতিকে দর্শনে সবিস্ময়ে) এ আবার কি ? মাটীতে যে একেবারে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় !! বুঝি রাবণ দাদার ভয়ে এখানে এসে গোপনে র'য়েছে। (সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিয়া) না না, এ তা'রা নয়, এদের যে তপস্বীর মত বেশ ; কাছে একটা স্ত্রীলোকও র'য়েছে। এরা কোনো মুনি-কুমার হ'বে।—আহা। অমন নবীন বয়সে কি কেউ কখনো তপস্যাব্রত ক'রে থাকে ? অমন সুকুমার শরীরে কি ঐ কদাকার বেশ সাজে ? অমন মাথায় কি ঐ সোঁটা সোঁটা জটাগুলা ভাল দেখায় ? অমন চক্ষু কি ধ্যানে মুদিত থা'ক্‌লে শোভা পায় ? আহা! জন্মে তো এমন রূপ কখনো চক্ষে দেখিনি! দু'জনেই এক সমান ; বোধ হয়, দুই ভাই হ'বে।—ওদের দেখে মন যে আরো অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। এখন উপায় করি কি ? নিকটে কি যা'বো ? ভয়ও করে। কি জানি, যে জ্বলন্ত আগুনের মত তেজ্ দেখ্‌ছি, হয় তো ভস্ম ক'রে ফেল্‌তেও পারে।—না, আর সয় না। এ তুঁষের আগুনে পোড়ার চেয়ে একেবারে ভস্ম হওয়াও ভাল। (সতৃষ্ণ নয়নে

নিরীক্ষণ করিয়া) ঐ যে, হাতে আবার ধনুর্ব্বাণ র'য়েছে ! তবে এরা মুনিকুমার নয়। বোধ হয়, কোনো রাজপুত্র হ'বে।—রাজপুত্র হ'লে এ বযসে বনে বাস ক'র্ব্বে কেন? যা'ই হ'ক্, আব স্থির থাক্তে পারিনে। কাছে গিয়ে দেখি, যদি এদের এক্‌টাব মন ভুলা'তে পারি। এ পোড়া জ্বালা আর সয় না। (রামেব সম্মুখে আগমন।)

রাম। (সবিস্ময়ে) ভদ্রে! তুমি কে? এখানে কি নিমিত্ত?

শূর্পণখা। (হাব ভাব ও কটাক্ষ সহকারে) লঙ্কেশ্বর দশানন আমার ভাই, নাম শূর্পণখা।—তোমরা কে?

রাম। আমবা অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র। আমার নাম রাম, ইনি আমার অনুজ লক্ষ্মণ, আর ইনি আমার প্রাণ-প্রণয়িনী জনকনন্দিনী সীতা সুন্দরী। (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ।)

শূর্পণখা। তবে তোমরা রাজপুত্র হ'য়ে এ নবীন বযসে তপস্বী হ'যেছ কেন?

রাম। ভদ্রে! পিতৃ-সত্য-ব্রত পালনের জন্যই আমরা বনচারী হ'যেছি।

শূর্পণখা। (সহাস্যে) তোমরা অতি নির্ব্বোধ; কেবল বনে বনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে অমন সুখের যৌবন বৃথা নষ্ট ক'চ্ছ। তোমাদের এ কি রকম বিবেচনা? বল দেখি, যৌবনটা ক'দিন?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে যায় সুখের যৌবন।
ভাটা হ'লে জোয়ারের জল থাকে কতক্ষণ?

রাম। ভদ্রে! আমরা তপস্বী, আমাদের ভোগাভিলাষ নাই। সংসারীরাই ভোগাসক্ত।

শূর্পণখা। ইচ্ছা কর তো এখনি আবার তোমাদের সংসারী ক'র্ত্তে পারি। ব'ল্‌তে লজ্জা করে, লোকে কথায় বলে—"বুক্ ফাটে তো মুখ্ ফাটে না"। দেখ, তোমার রূপ-আগুনে আমার মন পুড়ে যা'চ্ছে। যদি আজ্ঞা কর তো তোমারে নিয়ে মনের সুখে ত্রিভুবন বেড়াই। আর দেখ, তোমার সীতা কিছু আমার মত রূপসী নয়। ছি! ছি! এমন সুপুরুষের কি অমন কুৎসিত স্ত্রী সাজে?—কি ঘৃণা! কি ঘৃণা!!

লক্ষ্মণ। (রামের প্রতি) আর্য্য! কি অনুমতি করেন্?

রাম। (জনান্তিকে লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি)

তোমরা স্থির হ'য়ে থাক, দুশ্চারিণীর সঙ্গে ক্ষণেক পরিহাস করি। (সহাস্যে শূর্পণখার প্রতি) সুন্দরি! তুমি যুবতী, বিশেষতঃ রূপবতী, কোন্ সাহসে একাকিনী এই দুর্গম অরণ্যে সর্ব্বদা ভ্রমণ কর?

শূর্পণখা। (ঈষৎ হাস্যে) আমার আবার ভয় কা'রে? দেবতারাও আমার রাবণ দাদার দাস; আর দুই ভাই খর দূষণ, আমার রক্ষার জন্যে, চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে, এই দণ্ডকবনে র'য়েছে। —এখন তোমার কৃপা হ'লেই দাসী হ'য়ে আমি পদ-সেবা করি।

রাম। (ব্যঙ্গভাবে) সুন্দরি! আমার বনিতা হ'লে সপত্নী পা'বে। লক্ষ্মণকে ভজনা কর; লক্ষ্মণ অতি গুণী। আমার আশা পরিত্যাগ কর।

শূর্পণখা। (লক্ষ্মণ সমীপে যাইয়া) সুপুরুষ! আপনারে ধন্য মানো। আমি তোমারে আমার এই অমূল্য যৌবন-ধন দান কল্যেম, গ্রহণ কর।

লক্ষ্মণ। (হাস্য করিয়া) সুন্দরি! আমি আর্য্যের আজ্ঞাধীন দাস, আমার প্রতি আশা ক'রো না। প্রভুকে ভজনা কর, সসাগরা ধরার রাজরাণী হ'য়ে পরম সুখে থা'ক্‌বে।

শূর্পণখা। তুমি অতি অরসিক! অমৃতে অরুচি!! হা কপাল!—

যেচে দিলেও ধন,
নেয় না কোনো জন!!

(রামের সম্মুখে পুনরাগমন।)

রাম। সুন্দরি! আবার আমার নিকটে আগমন কর্ল্যে কেন? আমায় ভজনা কর্ল্যে নিদারুণ সপত্নী-জ্বালা ভোগ ক'র্ত্তে হ'বে।

শূর্পণখা। তবে আগে তোমার সীতারে গ্রাস ক'রে আপদের শান্তি করি।

সীতা। (সভয়ে) আর্য্যপুত্র! রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্। (রামের পশ্চাতে পলায়ন।)

রাম। প্রিয়ে! ভয় নাই, ভয় নাই। স্থির হও।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! অনুমতি করুন্।

রাম। ভ্রাতঃ! নিশাচরীকে দূর কর।

লক্ষ্মণ। (সক্রোধে শূর্পণখার প্রতি) দুশ্চারিণি! দূর্ হ'! এই তোর পাপাভিলাষের সমুচিত ফল ভোগ কর্।

(তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন।)

শূর্পনখা। (নাসিকা হস্তাবৃত করিয়া সানু-নাসিক স্বরে রোদন করিতে করিতে) গিঁছিরে! গিঁছিরে! দুঁর্ পোঁড়া মুঁখো ছোঁড়া! আঁমার নাঁক্ কাঁট্‌লি!! আঁচ্ছা, থাঁক্ থাঁক্।—ওঁরে ভাঁই খঁর দূঁষণ!

(সবেগে প্রস্থান।)

রাম। ভ্রাতঃ! বোধ হয়, নিশাচরেরা অবিলম্বেই আমাদের আক্রমণ ক'র্ব্বে।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আমরাও সশস্ত্রে আছি, তবে আর আশঙ্কার কারণ কি?

রাম। বৎস! তথাপি সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। এসো, এক্ষণে জানকীরে কুটীর মধ্যে গোপনে রেখে, আমরা সমরসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রস্তুত থাকি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চম দৃশ্য।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শ্যামবটারণ্য। মারীচের আশ্রম।

(রাবণ ও মারীচ উপস্থিত।)

মারীচ। তা'র পর মহারাজ ?

রাবণ। শূর্পণখা ভগিনীর নিকট সকল বিবরণ অবগত হ'লেম। তা'রা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র—জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কনিষ্ঠের নাম লক্ষ্মণ ; পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হ'য়েছে। সঙ্গে সীতা নামে একটী পরমা সুন্দরী রমণী আছে, সে রামের অঙ্কলক্ষ্মী। দুষ্টবুদ্ধি লক্ষ্মণ নিরপরাধে শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন ক'রেছে।—উঃ! এ অপমান কি সহ্য হয় ? (সক্রোধে) কি! সামান্য মানব হ'য়ে রাক্ষসের সঙ্গে বিবাদ!! ক্ষুদ্র মক্ষিকার সুমেরু উৎপাটনে প্রয়াস !! শলভের সমুদ্র শোষণে সাধ !! —হা! ধিক্ আমার বাহুবলে! ধিক্ আমার লঙ্কার আধিপত্যে! ধিক্ আমাদের নরহন্তা রাক্ষসকুলে!

মারীচ। রাক্ষসরাজ! স্থির হ'ন্।—তা'র পর কি হ'ল?

রাবণ। ভগিনীর অপমানে দুই ভাই খর দূষণ, তা'দের সঙ্গে বিস্তর যুদ্ধ কর্ল্যে।

মারীচ। তা'র পর?

রাবণ। তা'র পর আর কি ব'ল্‌বো? শীতল জলে গাত্র দগ্ধ হ'ল!! পতঙ্গের প্রহারে মাতঙ্গের অবসান হ'ল!! পিপীলিকার দংশনে বৈনতেয়ের বিনাশ হ'ল!!—মারীচ! সেই দু'টা তাপস-শিশু সুর-নর-ত্রাস খর দূষণকে সসৈন্যে বধ ক'রেছে!!

মারীচ। এক্ষণে মহারাজের অভিপ্রায় কি?

রাবণ। শত্রুকে সমুচিত শাস্তি সমর্পণ ক'র্ব্বো। —মারীচ! তুমি আমি জীবিত থাক্তে কর্ব্বুরকুলের এত অপমান!! পুচ্ছ প্রদলিত হ'লে কাকোদর কি আর নতশির থাকে?—মারীচ! তোমার ন্যায় মন্ত্রণাকুশল অমাত্য রক্ষোবংশে অতি বিরল, সেই জন্যই আমি এখানে আগমন ক'রেছি। এ বিষয়ের সৎপরামর্শ দাও।

মারীচ। মহারাজ! রামলক্ষ্মণকে সামান্য মানব মনে ক'র্ব্বেন্ না। তাঁ'দের সঙ্গে বিবাদে

প্রবৃত্ত হ'লে অমঙ্গলের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব, আমার পরামর্শে ক্ষান্ত থাকাই বিধেয়।

রাবণ। মারীচ! তুমি তপস্যাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছ, সেই জন্যই তাপসোচিত কথা বল্যে। এখন তোমার পূর্ব্ব ভাব স্মরণ ক'রে আমাকে পরামর্শ দাও।

মারীচ। লঙ্কানাথ! পূর্ব্ব ভাব আমার অন্তঃকরণে অদ্যাপিও জাগরূক র'য়েছে। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞনাশ ক'র্ত্তে গিয়ে রামলক্ষ্মণের সেই কৈশোরকালের পরাক্রমে প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রেই এই তপস্যাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছি। দাসের অনুরোধ রক্ষা করুন্; রামলক্ষ্মণের প্রতিকূলে কখনই অস্ত্র ধারণ ক'র্ব্বেন্ না।

রাবণ। আচ্ছা, তোমার অনুরোধে না হয় অস্ত্র ধারণে ক্ষান্ত থা'ক্‌লেম। কিন্তু তোমাকেও আমার একটী অনুরোধ রক্ষা ক'র্ত্তে হ'বে।

মারীচ। আজ্ঞা করুন্।

রাবণ। মারীচ! তুমি মায়াবিদ্যায় সুপণ্ডিত। তোমার সাহায্যেই আমি ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ ল'ব।

মারীচ। (সবিস্ময়ে) সে আবার কি?

রাবণ। তুমি মায়া-মৃগ-বেশে ছলনা ক'রে রামেরে দূর বনে ল'য়ে যা'বে, আর আমি সেই অবসরে সীতাসুন্দরীকে হরণ ক'র্ব্বো।

মারীচ। (ভয়বিস্ময়ে) বলেন্ কি মহারাজ? —শৃগালের কেশরি-কামিনীর কারণে কামনা!! বামনের শশিস্পর্শে চেষ্টা!! ভেকের পদ্মমধু পানে প্রয়াস!!—যদি লঙ্কাপুরীর মঙ্গল কামনা করেন্; যদি রাক্ষসকুলের হিত বাসনা করেন্; যদি পরিবারবর্গের কুশলাকাঙ্ক্ষা করেন্; যদি স্বজীবনের নিরাপদ ইচ্ছা করেন্; তা' হ'লে এবম্বিধ অসদভিপ্রায় হৃদয় হ'তে অপসারিত করুন্। আপনি অনেক রমণী হরণ ক'রেছেন, কিন্তু লক্ষ্মী-রূপা জানকী দেবীকে স্পর্শ কর্ল্যে, রামের শরাগ্নিতে আপনার ও অমূল্য জীবন অবশ্যই আহুতি দিতে হ'বে।

রাবণ। (সক্রোধে) কি!—রে কর্ব্বুর-কুল-কলঙ্ক! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? তুই সামান্য মানব হ'তেও আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিস্? আমি এই বাহুবলে ত্রিভুবনবিজয়ী; আমার এই বাহুবলে দেবতারাও দাস্যবৃত্তি স্বীকার্ ক'রেছে; আমার

এই বাহুবলে এখনি সৃষ্টিবিনাশ ক'র্ত্তে পারি; আমার আবার ভয় কা'রে?—রাক্ষসাধম! জানিস্ না, কা'র সাধ্য যে দশাননের এই উলঙ্গ অসির সম্মুখীন হয়? (অসি নিষ্কোষিত করিয়া প্রদর্শন।) —ক্ষুদ্রবুদ্ধি! আমি অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে কি এখন তুচ্ছ গোষ্পদ-নীর পার হ'তে ভয় পা'ব? মদ-মত্ত-করি-কুম্ভ বিদীর্ণ ক'রে কি এখন অজা-শিশুর সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হ'ব? কালসর্প কবলিত ক'রে কি এখন সামান্য সরীসৃপ দর্শনে আকুলিত হ'ব? —হতভাগ্য! তোর অতি দুর্বুদ্ধি। দশাননের প্রতি ঈদৃশ উক্তি ক'র্ত্তে তোর হৃদয়ে কি ভীতি সঞ্চার হ'ল না? অথবা, তোর প্রাণাকাঙ্ক্ষা নাই; অন্যথা, কোন্ সাহসে জ্বলন্ত বহ্নিশিখা আলিঙ্গন ক'র্ত্তে উদ্যত হ'চ্ছিস্? কোন্ সাহসে কালসর্পমুখে হস্ত প্রদান ক'চ্ছিস্? কোন্ সাহসে ক্ষুধার্ত্ত কেশ-রীর আহারে ব্যাঘাত ঘটা'তে প্রয়াস পাচ্ছিস্? বোধ হয়, "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি," তুই এই প্রবাদের সার্থকতা সম্পাদন ক'চ্ছিস্।

মারীচ। (সভয়ে করপুটে) রক্ষোরাজ! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আপনার আদেশ

পালনে এ দাস প্রস্তুত আছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ করুন্।

রাবণ। মারীচ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হ'লেম। এখন তুমি মায়াজালে আবদ্ধ ক'রে সেই ভণ্ডতপস্বী রামকে কুটীর হ'তে দূর বনে ল'য়ে যাও, তা' হ'লেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে।

মারীচ। কিন্তু লক্ষ্মণ-দেব নিকটে থা'ক্‌লে কার্য্যোদ্ধার হওয়া দুষ্কর। পুনর্ব্বার বিনয় করি, এরূপ অধ্যবসায় হ'তে নিরস্ত হ'ন্।

রাবণ। (সহাস্যে) ভয় কি মারীচ! তুমি কি আমার পরাক্রম একেবারেই বিস্মৃত হ'য়েছ? বিশেষতঃ তোমার মায়ায় না হয় এমন কার্য্যই নাই। এখন চল, আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন।

মারীচ। (স্বগত) হায়! আজ্ আমি বিষম বিপদেই প'ড়্‌লেম! ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্ব মায়াতীত, তাঁ'কে আমি আবার কোন্ মায়ায় মোহিত ক'র্ব্বো? এ কার্য্য অস্বীকার কর্ল্যেও রাবণের নিকট নিস্তার নাই। ও দিকে, শ্রীরাম সমীপে মায়াজাল বিস্তার ক'র্ত্ত্যে গেলেও অবশ্যই শমন সদনে গমন ক'র্ত্ত্যে হ'বে। সর্ব্বথা আজ্

আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু দেখ্‌ছি। যা' হ'ক্‌, রাবণের হস্তে মরণ অপেক্ষা সেই ব্রহ্মরূপী ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে মরণ হ'লে অনায়াসেই মুক্তিমার্গ লাভ কর্ব্বো। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! তবে চলুন; এখন আমার অদৃষ্টে যা' থাকে!

রাবণ। হাঁ চল। আমিও তোমার নিকটে থা'ক্‌বো; কোনো আশঙ্কা নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ দৃশ্য।

সপ্তম দৃশ্য।

পঞ্চবটীবন। পর্ণকুটীর।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা আসীন।)

সীতা। আর্য্যপুত্র! চলুন্ আমরা এখন অন্যত্রে প্রস্থান করি। এখানে নিশাচরেরা উৎপাত আরম্ভ ক'রেছে।

রাম। প্রিয়ে! সে দিবস চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহিত দুষ্ট খর দূষণ তো বিনষ্ট হ'য়েছে; আর এখন তা'দের উৎপাত কৈ?

সীতা। শূর্পণখা তো এখনো জীবিত আছে, তবে আবার উৎপাতের অসম্ভাবনা কি? সে রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী, তা'র অভাব কিসের?

লক্ষ্মণ। দেবি! তা' হ'লেই বা আমাদের এত আশঙ্কা কি? সকলকেই খর দূষণের পথের পথিক ক'র্ব্বো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্।

সীতা। তবে রাক্ষসকুল একেবারে নির্ম্মূল না হ'লে আর নিস্তার নাই।

লক্ষ্মণ। আর্য্যা স্বভাবতঃ সরলা ও ভীরুহৃদয়া; কিছুতেই নিঃশঙ্ক হ'তে পারেন্ না।

রাম। ভ্রাতঃ! স্ত্রীজাতি মাত্রেই প্রায় কোমল-হৃদয়; যুদ্ধ বিগ্রহে নিতান্তই বিমুখ।

(কুটীরের অনতিদূরে মায়া-মৃগ-বেশে মারীচের প্রবেশ।)

সীতা। (সকৌতুকে) আর্য্যপুত্র! দেখুন্ দেখুন্, সম্মুখে কেমন একটী মনোহর মৃগ ক্রীড়া ক'চ্ছে! আহা! এমন অপরূপ মৃগরূপ তো কখনো চক্ষে দেখিনি!

রাম। এ অতি অদ্ভুত!! স্বর্ণ-মৃগ এত দিন আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় নাই। আহা! কি কমনীয় কান্তি! বোধ হয়, দণ্ডককানন প্রকৃতির অদ্ভুত পদার্থের ভাণ্ডার।

সীতা। নাথ! মৃগরূপ দর্শনে আমার মন অতি মোহিত হ'য়েছে। যদি ক্লেশস্বীকার ক'রে ঐ স্বর্ণ-মৃগটী দাসীরে ধ'রে এনে দেন্, তা' হ'লে পরম প্রীতি পাই।—আহা! কি চমৎকার রূপ!

রাম। বৎস লক্ষ্মণ! জানকী ঐ মনোহর মৃগের অভিলাষিণী হ'য়েছেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্য। স্বর্ণ-মৃগ কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। আমার বোধ হয়, কোনো মায়াবী নিশাচর মৃগবেশ ধারণ ক'রে কোনো দুরভিসন্ধি সাধন উদ্দেশে আগমন ক'রেছে। এ নিশ্চয়ই রাক্ষসের মায়া।

রাম। ভ্রাতঃ! এ যদি নিতান্তই নিশাচরের মায়া হয, তা' হ'লেও আমাদের ইষ্টসিদ্ধি।—শত্রু-কুলের একটিমাত্রও ক্ষয় হ'লে অনেক উপকার। আর যদি বাস্তবিক স্বর্ণ-মৃগই হয়, তা' হ'লে ঐ মৃগচর্ম্মও একটী দুর্লভ সম্পত্তি।—বৎস! তুমি সাবধানে জানকীরে রক্ষা কর, কিছুতেই কুটীর ত্যাগ ক'রো না। আমি ঐ স্বর্ণ-মৃগানুসরণে গমন করি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! যদি নিতান্তই স্বর্ণ-মৃগানুসরণে বহির্গত হওয়া কর্ত্তব্য হয়, ভৃত্য উপস্থিত থাক্তে প্রভুব গমন অবিধেয। আপনি অনুমতি করুন্, আমিই মৃগের অনুসরণ করি।

রাম। না ভ্রাতঃ! তুমি কুটীরে অবস্থান কর, আমিই মৃগোদ্দেশে প্রস্থান করি।

[মায়া-মৃগের পশ্চাতে ধনুঃশর হস্তে রামের প্রস্থান।]

সীতা। (ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থানের পর) বৎস লক্ষ্মণ! অনেক ক্ষণ হ'ল আর্য্যপুত্র সেই স্বর্ণ-মৃগের অনুসরণে গিয়েছেন, এখনো প্রত্যাগত না হ'বার কারণ কি?

লক্ষ্মণ। দেবি! বোধ হয় সেই মনোহর মৃগ অতি দূর বনে পলায়ন ক'রেছে, সেই কারণেই আর্য্যের প্রত্যাগমনে কিছু বিলম্ব হ'চ্ছে।

সীতা। কি জানি বৎস! আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে, কিছুতেই স্থির হ'চ্ছে না। আর্য্য-পুত্র একাকী গিয়েছেন, তাঁ'র তো কোনো অমঙ্গল ঘ'ট্‌বে না?

লক্ষ্মণ। আর্য্যে! অকারণে আপনি এত উতলা হন্ কেন? যে বিপত্তিহারী মধুসূদনের নাম স্মরণে লোকের বিপদভঞ্জন হয়, তাঁ'র আবার বিপদ কোথায়?—কবন্ধের শিরঃপীড়া, দেহহীনের গাত্র-দাহ, অগ্নির শীতভয়, নিতান্তই অসম্ভব।

সীতা। বৎস! পঞ্চবটীবনে দুষ্ট নিশাচরেরা নিয়ত গতায়াত করে। রাক্ষসকুল এখন আমাদের পরম শত্রু। সে দিন শূর্পণখার অপমানে দুই ভাই খর দূষণ চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিয়ে আমাদের

আক্রমণ ক'রেছিল; বড় ভাগ্যে তা' হ'তে প্রাণে প্রাণে রক্ষা হ'য়েছে। কি জানি, যদি আবার কোনো নূতন বিপদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় আমার মন বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে।—হায়! কেনই বা আমি সেই মনোহর মৃগের অভিলাষিণী হ'লেম? কেনই বা আমি প্রভুকে একাকী দুর্গম বনে পাঠা'লেম? কেনই বা আমি তখন দেবর লক্ষ্মণকে প্রভুর সঙ্গে দিলেম না? হায় হায়! না জানি আজ্ অদৃষ্টে কি ঘটনা হয়।

লক্ষ্মণ। দেবি! অনর্থক চিন্তায় কেন মনকে আকুলিত করেন্? ত্রিভুবনে এমন কেউ বীর নাই যে, আর্য্যের সঙ্গে শত্রুতাচরণ ক'রে প্রাণ ধারণ ক'র্ব্বে। আপনার বিবাহকালীন কথা একবার স্মরণ ক'রে দেখুন্ দেখি। আর্য্য, সেই লোক-পরাজয় হর-ধনুঃ অনায়াসেই ভঙ্গ ক'রে ভূতলে অতুল কীর্ত্তি লাভ কর্ল্যেন; বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরামের দর্প চূর্ণ ক'রে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হ'লেন; সংপ্রতি আবার আপনার চক্ষের সমক্ষেই দুরাচার খর দূষণ সসৈন্যে শমন সদনে প্রেরিত হ'য়েছে; তথাপিও আপনার আশঙ্কা অপসারিত হয় না?

সীতা। বৎস। তা' আমি সমস্তই জানি। আর্য্যপুত্র একাকী গমন ক'রেছেন ব'লেই আমার এত আশঙ্কা। তুমি তাঁ'র সঙ্গে থা'কৃলে ভয়ের আর কোনো কারণ থাক্ত না।

লক্ষ্মণ। দেবি! দেখুন্, একা মৃগেন্দ্রই পশু-পালের প্রাণনাশে পারগ; একা পক্ষিরাজই সর্পকুল সংহারে সক্ষম; একা সূর্য্যই জগতের অন্ধকার-হারক; তবে আর্য্যের বিক্রমে আপনার আর সংশয় কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্, আর্য্য এখনি সেই স্বর্ণ-মৃগ ল'য়ে কুটীরে প্রত্যাগমন ক'র্ব্বেন্। কুরঙ্গকুল স্বভাবতঃ চতুর, বোধ হয়, প্রাণভয়ে পলায়ন ক'রে নিবিড় বনে প্রবেশ ক'রে থা'কৃবে; এই কারণেই আর্য্যের আগমনে এত বিলম্ব হ'চ্ছে।

(নেপথ্যে রোদনস্বরে গীত।)

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়াঠেকা।

কোথা প্রাণের লক্ষ্মণ দেখা দাও ত্বরায় হে!
বিজন বিপিনে বুঝি প্রাণ আমার যায় হে!
সুখের পিপাসা, হ'ল রে দুরাশা,
মৃগ বধে আশা আমার, মৃগ আশা প্রায় হে!

কোথা জনক-দুহিতা, আমার মাধবী-লতা,
সহকার তরু তব, জীবন হারায় হে!

সীতা। (সোদ্বেগে) বৎস লক্ষ্মণ! এ কি? বন মধ্যে কে তোমার নাম স্মরণ ক'চ্ছে? ঠিক যেন আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর। প্রভুর তো কোনো বিপদ ঘটেনি?

লক্ষ্মণ। দেবি! বারংবার কেন বিপদাশঙ্কা করেন্? বোধ হয়, অন্য কেউ রোদন ক'চ্ছে। আপনি স্থির হ'য়ে থাকুন্।

সীতা। না বৎস! এ তাঁ'রি কণ্ঠস্বর। আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। ঐ শোন, "হা লক্ষ্মণ! হা লক্ষ্মণ!" ব'লে প্রভুই রোদন ক'চ্ছেন। বুঝি রাক্ষসেরা তাঁ'কে আক্রমণ ক'রেছে। তুমি এখনি তাঁ'র উদ্দেশে যাও, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব ক'রোনা। আর্য্যপুত্র আজ্ নিতান্তই বিষম বিপদে প'ড়েছেন। সামান্য বিপদ হ'লে প্রভুর মুখে ওরূপ কাতরস্বর কখনই শোনা যেতো না।

লক্ষ্মণ। দেবি! আপনাকে একাকিনী কুটীরে রেখে কিরূপে গমন ক'র্ত্তে পারি? বনস্থলী হিংস্র জন্তু ও নিশাচর নিকর সমাকীর্ণ। আমি নিকটে

উপস্থিত না থা'কলে বিষম অনিষ্ট সংঘটন হ'তে পারে। স্থির হ'ন্, ভয়ের কোনো কারণ নাই। বোধ হয়, সেই মায়ারূপী স্বর্ণ-মৃগই ছলনা ক'রে অনিষ্টোদ্দেশে আমাকে আহ্বান ক'চ্ছে।

সীতা। না বৎস! তুমি যা'ই বল, কিছুতেই আমার মন প্রবোধ মানে না। আজ্ আর্য্যপুত্র নিশ্চয়ই বিষম বিপদে প'ড়েছেন; তা'ই বারংবার তোমাকে স্মরণ ক'চ্ছেন। বৎস! শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

লক্ষ্মণ। দেবি! কোনো মতেই যে আপনি প্রবোধ মানেন্ না? আমি আর্য্যের আজ্ঞার অন্যথাচরণ ক'রে কোনো ক্রমেই কুটীর ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি না। আমার উপর আপনার রক্ষার ভারার্পণ ক'রেই আর্য্য মৃগানুসরণে গমন ক'রেছেন।

সীতা। (সজলনয়নে) হা দুরদৃষ্ট! দুঃসময়ে আত্মীয় স্বজনেরাও পর হয়!! প্রভু প্রাণভয়ে বারংবার ত্রাহি ত্রাহি রবে রোদন ক'চ্ছেন, এ শুনেও লক্ষ্মণ নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছেন!! এত দিনের পরে জান্‌লেম, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ভক্তি নিতান্তই কপট। এত দিনের পরে জান্‌লেম, শঠের মুখে সুধা, হৃদয়ে

হলাহল। এত দিনের পরে জান্‌লেম, লক্ষ্মণের মনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে। হায়! আমি যদি অবলাজাতি না হ'তেম, তা' হ'লে এখনি প্রভুর উদ্দেশে যেতেম।—হা দগ্ধ অদৃষ্ট! ভরত রাজ্য নিয়েছে, বুঝি আমার প্রতিও লক্ষ্মণের লক্ষ্য আছে!!

লক্ষ্মণ। (ক্ষুণ্ণমনে) দেবি! অকারণে আপনি আমার প্রতি এরূপ অকথ্য কথন প্রয়োগ ক'চ্ছেন। (উন্নত স্বরে)—হে লোকলোচন ভগবন্ ভাস্কর! —হে বিমানচারী বিহঙ্গমকুল!—হে বনস্থ তরু-লতাগণ! তোমরা সকলে সাক্ষী হও; দেবী আমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ ক'চ্ছেন। আজ্ জানকীর অদৃষ্টে নিশ্চয়ই কোনো বিড়ম্বনা ঘট্‌বে, তা'রি পূর্ব্বলক্ষণ দেখ্‌ছি। এই আমি প্রস্থান কর্ল্যেম, বনদেবতারা দেবীকে রক্ষা ক'র্ব্বেন্!—যদি আমি মহারাজ দশরথের পুত্র হই; যদি আমি আর্য্যের অনুগত ভৃত্য হই; যদি আমি দেব-দ্বিজ-ভক্তি-পরায়ণ হই; তবে সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, নর, পশু, পক্ষী কেউ আমার এই গণ্ডী লঙ্ঘন ক'র্ত্ত্যে সমর্থ হ'বে না।

[কুটীর বেষ্টিয়া গণ্ডী প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সীতা। (ক্ষণেক নিঃশব্দে অবস্থানান্তে) একি! সহসা আবার দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য করে কেন? আর্য্যপুত্রের কি নিতান্তই কোনো অমঙ্গল ঘ'টেছে? দেবর লক্ষ্মণ তো এখনো প্রত্যাগত হ'চ্ছেন না? একাকিনী কুটীরে থাক্তে মনে বড় ভয় হ'চ্ছে। —এখন উপায় কি?

(নেপথ্যে শব্দ—)

হর! হর! হর! জয় শিব শঙ্কর! বম্ বম্!

সীতা। বুঝি কোনো তপস্বী এ দিকে আগমন ক'চ্ছেন, এঁকেই প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; আর স্থির থাকা যায় না!

(কুটীর-দ্বারে আগমন।)

(নেপথ্যে শিবনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ছদ্মযোগিবেশে রাবণের প্রবেশ।)

(গীত।)

সারঙ্গ।—কাওয়ালী।

জয়! ঈশ মদন-নিধন।
জয়! ত্রিপুবহব, পিনাকধর, বৃষেশবাহন॥
রজত-অচল-নিভ, রূপ মনোহর,

ভালে জলন দীপ্ত কৃশানু,
শিরে ধৃত-জাহ্নবী-জীবন ॥
বিভূতি বিভূষিত, গৃহীতাস্থিমাল,
শৃঙ্গ-ত্রিশূল-ধারী ভৈরব,
ভূতভাবন, পঞ্চবদন ॥

যোগী। (কুটীর সম্মুখে আসিয়া) ভবতি ভিক্ষাং দেহি। (সতর্কভাবে সীতার রূপ নিরীক্ষণ।)

সীতা। যোগিবর! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন্। কুটীরে কেউ নাই। প্রভু ও দেবর মৃগয়ায় গমন ক'রেছেন, এখনি তাঁ'রা প্রত্যাগত হ'য়ে যথাবিধি আতিথ্যসৎকার ক'র্ব্বেন্। অতিথির আগমনে আজ্ আমাদের আশ্রম পরম পবিত্র হ'ল। অতিথি দর্শনে প্রভু আজ্ বড়ই সন্তুষ্ট হ'বেন।

যোগী। (স্বগত) আহা! কি সুমধুর স্বর! কি মনোহর রূপ! এরূপ সর্ব্বললামভূত রমণী-রত্ন জন্মে ত কখনো চক্ষে দেখি নাই! এমন বিনোদিনী যা'র অঙ্কশোভিনী তা'রি জীবন সার্থক। (প্রকাশ্যে) সতি! তুমি অতি রূপবতী, বিশেষতঃ নবযৌবনা, কোন্ সাহসে একাকিনী এই নিবিড় কাননে অবস্থান কর?

সীতা। যোগিবর! সঙ্গে আমার প্রভু ও দেবর আছেন; তাঁ'রা এখন মৃগয়ায় গমন ক'রেছেন। আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন্, এখনি তাঁ'রা কুটীরে এসে আতিথ্যসৎকার ক'র্ব্বেন্।

যোগী। লক্ষ্মি! দিবা দ্বিতীয় প্রহর, এক্ষণে অধিক অপেক্ষার সময় নয়। যৎকিঞ্চিন্মাত্র ভিক্ষা দাও, সন্তুষ্টমনে প্রস্থান করি।

সীতা। যোগিবর! আশ্রমে পাঁচটিমাত্র ফল আছে, তবে তা'ই গ্রহণ করুন্।

যোগী। তা'ই আমার যথেষ্ট, অধিকের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কুটীর বহির্দ্দেশে আগমন ক'রে ভিক্ষা দান কর।

সীতা। কুটীর বহির্গত হ'তে প্রভুর নিষেধ আছে। আপনি এখান হ'তেই ভিক্ষা নিন্।

যোগী। আশ্রম মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণ করি না, এই আমার নিয়ম।—ভদ্রে! তুমি আশ্রমান্তর হ'য়ে ভিক্ষা দাও।

সীতা। যোগিবর! প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে কেমন ক'রে বাইরে আসি? আপনি এরূপ অন্যায় আদেশ ক'র্ব্বেন্ না। প্রভুর বাক্য পালন করাই

নারীর পরম ধর্ম্ম। আপনি এখান হ'তেই ভিক্ষা গ্রহণ করুন্ ।

যোগী। ভাগ্যবতি! আশ্রম মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে অনুষ্ঠিত ব্রত ভঙ্গ ক'র্ত্তে পারি না। ইচ্ছা হয়, আশ্রমান্তর হ'য়ে ভিক্ষা দাও। অন্যথা, স্পষ্ট বল; স্থানান্তরে প্রস্থান করি। মধ্যাহ্ণকাল —ক্ষুধার সময়, অধিক বাক্যব্যয় অতিশয় ক্লেশকর।

সীতা। (স্বগত) হায়! এ আবার এক বিপদ! ক্ষুধার্ত্ত যোগী মধ্যাহ্ণকালে অনাহারে প্রস্থান ক'র্লেও মহাপাতক। আর এ কথা শুন্‌লে প্রভুই বা আমাকে কি ব'ল্‌বেন্? অতিথি অসন্তুষ্ট হ'য়ে প্রস্থান কর্ল্যে অমঙ্গল হয়।

যোগী। শুভে! শীঘ্র উত্তর দাও। অনর্থক আর অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি না; অন্যত্রে প্রস্থান করি।

সীতা। যোগিবর! আচ্ছা, আমি আশ্রম অন্তর হ'য়েই ভিক্ষা দিই, গ্রহণ করুন্।

[ভিক্ষাফল হস্তে কুটীর বাহিরে আগমন।]

যোগী। (সাহ্লাদে) পুণ্যবতি! তোমার দয়া অপার।—কৈ দাও। (হস্ত প্রসারণ।)

সীতা। যোগিবর! এই ধরুন্। (হস্তে ফল প্রদানোদ্যতা।)

যোগী। (সবলে সীতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) সুন্দরি! আমি যোগী নই, লঙ্কাধিপতি দশানন। তোমাকে লাভ কর্ব্বার উদ্দেশেই এই মায়া-মৃগ ও কপট-যোগীর অবতার।

সীতা। (কম্পিত কলেবরে) হা প্রভু! হা প্রভু!

যোগী। সুধামুখি! ভয় কি? চল, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হ'য়ে আমার সর্ব্বপ্রধানা মহিষী হ'য়ে থা'ক্বে। সেই তপস্বী রামের আশা পরিত্যাগ কর।

সীতা। (সক্রোধে) রে অধর্ম্মিষ্ঠ অধন্য রাক্ষসাধম! শীঘ্র আমার হস্ত ত্যাগ কর্, নতুবা সত্বর সবংশে সংহার হ'বি। সতী স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ ক'র্ত্তে্য তোর ও পাপ শরীর এখনো খণ্ড খণ্ড হ'য়ে প'ড়্ল না!!—ছাড়্, ছাড়্।

যোগী। (সহাস্যে) রসবতি! হস্তে অমূল্য নিধি পেলে কে তা' সহজে পরিত্যাগ করে? ক্রোধ সংবরণ ক'রে দাসের প্রতি প্রসন্না হও। (নেপথ্যাভিমুখে)—সারথে!

(নেপথ্যে)

মহারাজ! রথ সজ্জিত ক'রে এই বন মধ্যে অপেক্ষা ক'চ্ছি; আগমন আজ্ঞা হয়।

যোগী। (সীতার প্রতি) সুন্দরি! এসো, আমার সঙ্গে এসো। [বলপূর্ব্বক সীতাকে লইয়া সত্বরপদে বন মধ্যে প্রস্থান।]

(নেপথ্যে সরোদনে)

হা প্রভু পদ্মপলাশলোচন! হা নাথ অযোধ্যা-ভূষণ! হা কান্ত জানকী-জীবন! রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্। হা দেবর বীরবর সুমিত্রানন্দন! তোমার বাক্যই যথার্থ হ'ল। শীঘ্র এসো, সীতাকে উদ্ধার কর।—তরুলতাগণ! প্রভু এলে ব'লো, লঙ্কার রাবণ তোমার সীতারে হরণ ক'রে পলায়ন ক'রেছে। —রে পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি! এখনো তুই আমারে পরিত্যাগ কর্। (নিস্তব্ধ)

ইতি সপ্তম দৃশ্য।

অষ্টম দৃশ্য।

পঞ্চবটীবন।

(শূন্যকুটীরের অনতিদূরে রামলক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! তখনই ত ব'লেছিলাম সমস্তই রাক্ষসের মায়া? নিশাচরের অসাধ্য কিছুই নাই।

রাম। হাঁ বৎস! মায়া-মৃগ আবার মৃত্যুকালে উচ্চৈঃস্বরে তোমার নাম স্মরণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে প্রাণ ত্যাগ ক'র্ল্যে!!

লক্ষ্মণ। সেই মায়া-ক্রন্দনে আপনার বিপদা-শঙ্কা ক'রেই আর্য্যা আমাকে প্রেরণ কর্ল্যেন্।

রাম। ভ্রাতঃ! জানকীকে একাকিনী কুটীরে রেখে আসা, অতি অবিবেচনার কার্য্য হ'য়েছে। বৎস! তুমিও রাক্ষসের মায়ায় প্রতারিত হ'লে?

লক্ষ্মণ। দেবী আমার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন্, সেই কারণেই কুটীর ত্যাগ করি। আমি আগমনে অসম্মত হ'লে আর্য্যা আপনিই আগমনোদ্যতা হ'য়েছিলেন।

রাম। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ উতলা। বিশেষতঃ জনক-নন্দিনী নিতান্তই পতিগতপ্রাণা; আমার অমঙ্গল আশঙ্কায় অতিশয় অধীরা হ'য়েছিলেন।—বৎস! জানকীর বাক্যে দুঃখিত হ'ও না। চল, এখন কুটীরে প্রবেশ ক'রে সমস্ত মঙ্গল দর্শনে মনঃপ্রাণ সুস্থির করি।

[কুটীর সমীপে উভয়ের আগমন।]

রাম। (শূন্যকুটীর নিরীক্ষণে) ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! একি? কুটীর শূন্য দেখি কেন? জানকী আমার কোথায়?

লক্ষ্মণ। (সবিস্ময়ে) তা'ই ত! বুঝি সর্ব্ব-নাশ হ'য়েছে!

রাম। ভ্রাতঃ! জানকী ত কোনো দিন কুটীর-বহির্গত হন্ না, তবে আজ্ কোথায় গমন কর্ল্যেন? আমার মন পরীক্ষার্থে-ই বা বন মধ্যে গোপনে আছেন? অথবা, আমাদের আগমনে অধিক অপেক্ষা অবলোকনে আপনিই অনুসন্ধানে অরণ্যে অগ্রসর হ'য়েছেন? (উচ্চৈঃস্বরে)—প্রিয়ে জানকি!—প্রিয়ে জানকি! সত্বর দর্শন দাও। আর কেন——

লক্ষ্মণ। আর্য্য! শূন্যকুটীর দর্শনে বোধ হ'চ্ছে, দেবী নিশ্চয়ই নিশাচর কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়েছেন।

রাম। (সরোদনে) কি! সীতা আমার হৃতা হ'য়েছেন!!—হা প্রিয়ে!

(পতন ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ধারণ।)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! স্থির হ'ন্। সহসা শোক-বিহ্বল হওয়া কর্ত্তব্য নয়। বোধ হয়, এই কারণেই সেই মায়া-মৃগ মৃত্যুকালে আমার নাম গ্রহণ ক'রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রেছিল।

রাম। (সরোদনে) হা প্রিয়ে! হা প্রাণেশ্বরি! হা হৃদয়ানন্দদায়িনি! হা রামময়জীবিতে! হা কান্তে পতিব্রতে! হা সীতে! হা জনকনন্দিনি! হা কল্যাণিনি! হা বরবর্ণিনি! হা প্রিয়বাদিনি! হা অরণ্য-বাসসহচরি! হা চারুশীলে! সত্বর দর্শন দাও, কোথায় প্রস্থান কর্ল্যে? প্রিয়ে! তোমার সেই বদন-সুধাকর অদর্শনে রামের এ চিত্ত-চকোর আর কি সজীব থা'কবে? তোমার সেই অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণে রামের এ শ্রবণযুগল আর কি পরিতৃপ্ত হ'বে? তোমার সেই প্রেমময় মধুরালিঙ্গনে

রামের এ দগ্ধ দেহ আর কি শীতল হ'বে? তোমার সেই মরাল-লাঞ্ছিত গতি দর্শনে রামের এ নয়নদ্বয় আর কি প্রফুল্লিত হ'বে? তোমার সেই লজ্জা-বিনম্র অঙ্গভঙ্গিমা অবলোকনে রামের এ বিশুষ্ক হৃদয় আর কি আনন্দরসে আপ্লুত হ'বে? তোমার সেই সুকোমল বাহু-বল্লী "প্রাণেশ" শব্দে রামের এ গল-দেশ আর কি বেষ্টন ক'র্ব্বে?—হায়! রাজ্যনাশে ও বনবাসেও মন কখনো এমন ক্ষুব্ধ হয় নাই; কিন্তু আজ্ শূন্যকুটীর দর্শনে বুঝি আমার দেহ জীবনশূন্য হ'ল!!—হা প্রিয়ে! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্। আসুন্, এক্ষণে আমরা আর্য্যার অন্বেষণ করি।

রাম। বৎস! আমার সর্ব্বস্বধন অপহৃত হ'য়েছে, আর কি মনঃপ্রাণ স্থির থাক্তে পারে? বৈদেহী-বিরহে এক দণ্ডও শত যুগ প্রায় বোধ হয়।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! হিরণ্ময় মৃগচ্ছলে মায়াবী নিশাচরেই এই অনিষ্ট সংঘটন ক'রেছে। দেবী, নিশ্চয়ই রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হ'য়েছেন।

রাম। হা প্রিয়ে জানকি! না জানি, তুমিও আমার বিরহে কত কষ্ট পা'চ্ছ! বোধ করি, এতক্ষণ

নির্দ্দয় নিশাচর নিকর সমবেত হ'য়ে প্রেয়সীর সুকোমল শরীর শতধা বিদীর্ণ ক'রে ফেলেছে।—লক্ষ্মণ! আর আমি অযোধ্যায় প্রতিগমন ক'র্ব্বো না। তুমি জননীদের ব'লো, সীতাবিরহে রাম জীবনশূন্য হ'য়েছে। বৎস! দেখো, আমার শোকাকুলা পুত্রবৎসলা কৌশল্যা মাতা যেন আমার অভাবে কোনো ক্লেশ না পান্। ভ্রাতৃবর ভরতেরে ব'লো, বৈদেহী-বিরহে রামের দেহাবসান হ'য়েছে। কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের চরণে আমার অসংখ্য প্রণতি জানা'য়ে ব'লো, সীতাহারা হ'য়ে রামের প্রাণ দেহ-ধাম ত্যাগ ক'রেছে। পৌরজন ও প্রজাবর্গেরে ব'লো, সীতাশোকে অভাগা রামের প্রাণপতন হ'য়েছে।

লক্ষ্মণ। (সবিষাদে) হা ধিক্! অগ্রজের মুখে ঈদৃশ উক্তি শ্রবণের জন্যই কি আমি অরণ্যচারী হ'য়েছি?—হা দুঃশীলে কৈকেয়ি! এসে দর্শন কর, তোমার বিদ্বেষ-বৃক্ষে কি ফল ফ'লেছে!!—হা মাতঃ কৌশল্যে! তোমার প্রাণাধিকা বধূ অপহৃতা হ'য়েছেন।—হা আর্য্যে জনকনন্দিনি! তোমার বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হ'য়ে, আর্য্য, আকুলিত

অন্তঃকরণে অবিরত আর্ত্তনাদে আকাশমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত ক'চ্ছেন,এসে একবার দর্শন কর।—হা হত-বিধে! রাজ্যনাশে ও বনবাসেও কি তোমার সাধ পূর্ণ হয় নাই? তুমি জগতের বিধি হ'য়ে এরূপ অন্যায় বিধি কেন কর্ল্যে? আজ্ জান্‌লেম, বিধির বিধি নিতান্তই অবিধি!!

রাম। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কোনো স্থানেই ত জানকীর উদ্দেশ পেলেম্ না? জানকী-বিযোগে বুঝি আমারপ্রাণবিয়োগ হয়।—বৎস! উপায় কি?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি হতাশ হন্ কেন? আমরা সমস্ত বন, উপবন, দ্বীপ, মহাদ্বীপ, পর্ব্বত, কন্দর, উপত্যকা, নদ, নদী, নগর, গ্রাম, পল্লী প্রভৃতি তন্নতন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'র্ব্বো। দেবীকে হরণ ক'রে ত্রিভুবনে কেউই জীবন ধারণ ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে না। (উগ্রভাবে) লক্ষ্মণ এই কোদণ্ডে শর যোজনা ক'র্ল্যে দণ্ডের মধ্যে অমরগণকেও লণ্ড ভণ্ড ক'র্ত্তে পারে, নিমেষের মধ্যে গভীরার্ণবও শোষণ ক'র্ত্তে পারে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সৃষ্টিবিনাশও ক'র্ত্তে পারে।—কি! লক্ষ্মণের দেহে জীবন থাক্তে

আর্য্যা জানকীকে অপরে অপহরণ ক'রে এখনো পর্য্যন্ত জীবিত আছে!!—কোন্ দুর্ম্মতি শৃগাল হ'য়ে কেশরি-কামিনীর প্রতি আশা ক'রেছে? কোন্ হতভাগ্য স্বেচ্ছায় কাল-সর্প-মুখে হস্ত প্রদান ক'রেছে? কোন্ দুর্বুদ্ধি মূঢ়, নিদ্রিত শার্দ্দূলের লাঙ্গূলাকর্ষণ ক'রেছে? তা'র নিশ্চয়ই "রন্ধ্রগত শনি"; অন্যথা, সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'বে কেন?

রাম। (সখেদে) ভ্রাতঃ! আমাদের প্রতি অমবকুল নিতান্তই প্রতিকূল।—হায়! কেনই বা আমি তখন সেই মায়া-মৃগের অনুসরণে দূর বনে গেলেম্? আমার মৃগ-আশা এক্ষণে মৃগের আশা রূপে পরিণত হ'ল!!—হে বনস্থ তরুলতাগণ! তোমরা কি আমার প্রেয়সীকে দর্শন ক'রেছ? হে বিমানচারী বিহঙ্গকুল! তোমরা কি আমার জীবন-ধনের কোনো সংবাদ জানো? হে দেব সদাগতি! সর্ব্ব স্থানেই তোমার সদা গতি আছে, তুমি কি আমার প্রাণপ্রিয়াকে কোথাও দর্শন ক'রেছ? হে বনদেবতাগণ! তোমরা আমার জানকীর কোনো সংবাদ জান কি? তোমরাই বুঝি আমার হৃদয়-রত্ন অপহরণ ক'রে গোপনে রেখেছ? আর কেন যন্ত্রণা

দাও? সত্বর আমার সেই কমনীয় কণ্ঠহার প্রত্যর্পণ কর,ক্ষণেক হৃদয়ে ধারণ ক'রে মনঃপ্রাণ শীতল করি।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! চলুন্ আমরা অরণ্যের অন্যান্য প্রদেশে আর্য্যার অন্বেষণ করি। অনর্থক একস্থানে কাল ক্ষেপণ করায় কোনো ফল নাই।

রাম। ভ্রাতঃ! সীতাহারা হ'য়ে আমি কোন্ প্রাণে পঞ্চবটী পরিত্যাগ ক'র্ব্বো?—দেহ কি কখনো প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে গমন ক'র্ত্তে পারে? লক্ষ্মণ! তুমি অযোধ্যায় প্রাতগমন কর, আমি সীতার উদ্দেশে এই বনপ্রদেশে প্রাণ পতন ক'র্ব্বো।—হা প্রিয়ে জানকি!—হা হৃদয়—বিলাসিনী!—হা নয়নানন্দ-দায়িনি! শীঘ্র দর্শন দাও।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি সামান্য জনের ন্যায় এরূপ অসার বাক্য প্রয়োগ করেন্ কেন? ভবাদৃশ ব্যক্তি কি বৈরনির্যাতনকল্পে পরাঙ্মুখ ও ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে কাপুরুষের ন্যায় কেবল হাহারবে আর্ত্তনাদ ক'র্ব্বে? বিপদে পতিত হ'লে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে নিতান্ত শোকাভিভূত হওয়া অসার ব্যক্তিরই কার্য্য।—আর্য্য! আপনি শান্তচিত্ত হ'ন্; চলুন্, অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই সীতাপহারী দুরাত্মার কৃত

কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল প্রদান ক'রে আর্য্যার উদ্ধার সাধন করি।

রাম। ভ্রাতঃ! আর কি আমি সেই হৃদয়-মোহিনীর দর্শন পা'ব? এমন শুভ দিন কি আমার হ'বে? উঃ! বৈদেহী-বিরহানলে বুঝি আমার জীবন দগ্ধ হ'ল!! আর সহ্য হয় না।—হা নিদারুণ বিধে! আর কেন যন্ত্রণা দাও? রাম তোমার নিকট কি অপরাধ ক'রেছে?—হায়! এ পাপ প্রাণের আর কেন মিছা মায়া? নিশ্চয়ই আজ্ আমি জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে সকল জ্বালা শীতল ক'র্ব্বো।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন্। এক্ষণে চলুন্, বনান্তরে দেবীর অন্বেষণ করি।

রাম। ভ্রাতঃ! পঞ্চবটী পরিত্যাগ ক'র্ত্তে আমার পদ স্তম্ভিত হ'চ্ছে; আমায় ধারণ ক'রে ল'য়ে চল। সীতাশূন্য হ'য়ে আমি শক্তিশূন্য হ'য়েছি।

লক্ষ্মণ। এই আমার স্কন্ধদেশ অবলম্বন ক'রে পদবিক্ষেপ করুন্!

রাম। তবে চল বৎস!

[লক্ষ্মণের স্কন্ধদেশাবলম্বনে প্রস্থান।

ইতি অষ্টম দৃশ্য।

নবম দৃশ্য।

লঙ্কাপুরী।—অশোকবন।

(সীতা একাকিনী উপস্থিতা।)

সীতা। (সখেদে) হায়! আর্য্যপুত্র আমার অদর্শনে, না জানি, কতই ক্লেশ পা'চ্ছেন! অভাগিনী যে লঙ্কায় নীতা হ'য়েছে, প্রভু তা'র কিছুই জানেন্ না। দুরাচার রাবণ, আমাকে হরণ কর্ব্বার জন্যই মায়া-মৃগ-বেশে মারীচকে পাঠায়। তখন যদি সে সমস্ত রাক্ষসের মায়া ব'লে জান্তে পার্ত্তেম্, তা' হলে প্রভুকে কখনো সেই স্বর্ণ-মৃগ ধ'র্‌তে পাঠা'তেম্ না।—আমিই আমার এই বিপত্তির মূল। সামান্য মৃগের লোভে সেই অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হ'লেম!! মারীচের মায়ায় মোহিত হ'য়ে আবার দেবর লক্ষ্মণকেও কুবাক্য ব'লে কুটীর হ'তে পাঠালেম্। অদৃষ্টের লিখন কোনো মতে খণ্ডন হ'বার নয়; আমার ভাগ্যে দুঃখ ভোগ আছে ব'লেই তখন একেবারে বিবেচনাশূন্য হ'য়েছিলেম্।

আর্য্যপুত্র কি দেবর লক্ষ্মণ নিকটে থা'কৃলে দুরাচার নিশাচর কখনো আমাকে হরণ ক'র্ত্তে পার্ত্ত না। (সরোদনে)—হা দগ্ধ প্রাণ! নাথের অদর্শনে এখনো এ পাপ শরীরে অবস্থান ক'চ্ছ?—হায়! আর কি আমি আর্য্যপুত্রের পদ সেবার অধিকারিণী হ'ব? আর কি আমি নাথের মুখে প্রণয়-সম্ভাষ শ্রবণ ক'র্ব্বো? আর কি আমি হৃদয়েশের সঙ্গে বন বিহার ক'রে স্বভাবের শোভা সন্দর্শন ক'র্ব্বো? আর কি আমি হৃদয়বল্লভের সঙ্গে বন-বিহঙ্গের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ ক'র্ব্বো? আর কি আমি জীবিতেশ্বরের সহবর্ত্তিনী হ'য়ে কুরঙ্গকুলের ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন ক'র্ব্বো? আর কি আমি অযোধ্যাধামে প্রত্যাগত হ'য়ে ভক্তিভাজন শ্বশ্রূগণের ও অন্যান্য গুরুজনের পাদ-পদ্ম পূজা ক'র্ত্তে পা'ব? আর কি আমি ভগিনীগণের সহবাসে অপার আনন্দ অনুভব ক'র্ব্বো? আর কি আমি সস্নেহ-সম্ভাষে স্নেহাস্পদ দেবরগণের সন্তোষ সাধন ক'র্ব্বো? আর কি আমি নাথের বামে একাসনে উপবিষ্ট থা'কৃবো? হায় হায়! এ জন্মের মত সব শেষ হ'য়েছে! অশোক-কাননে শোকাগুন আরো দ্বিগুণ

হ'য়ে উঠ্‌ল! আমি রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজপত্নী হ'তে গিয়েও গ্রহবৈগুণ্যে নাথের সঙ্গে বনবাসিনী হ'লেম্!! আবার এখন পতিবিয়োগিনী হ'য়ে, রাক্ষস-ভবনে সজলনয়নে জীবন ক্ষয় ক'চ্ছি।—হায়! কেই বা আমার সংবাদ নাথের নিকটে দেবে? কেমন ক'রেই বা আর্য্যপুত্র আমার উদ্দেশ পা'বেন্? এর কোনো উপায়ই দেখ্‌ছি না। বুঝি অশোক-কাননে শোকাগুনে আমাকে দগ্ধ হ'তে হয়। একে নাথের বিচ্ছেদ, তা'তে দুর্ম্মতি দশাননের দারুণ বাক্যযন্ত্রণা, আবার নির্দ্দয়া চেড়ীগণের তাড়নায় শরীর সততই জর জর। উঃ! আমার কি কঠিন প্রাণ! নাথের বিচ্ছেদ-বেদনা এখনো পর্য্যন্ত সহ্য ক'চ্ছি?—হা আর্য্যপুত্র!—হা হৃদয়-বল্লভ!—হা জীবিতেশ্বর!—হা ধার্ম্মিকপ্রবর!—হা রঘু-কুল-মণি! —হা রাজীবলোচন!—হা জানকী-হৃদয়-রতন!—হা কান্ত!—হা নাথ!—হা নাথ!—হা না——(মূর্চ্ছা ও পতন।)

[ত্রস্তভাবে সরমার প্রবেশ।]

সরমা। এ কি? দেবী যে অজ্ঞান হ'য়ে ধরাসনে প'ড়ে? এই আমি বৃক্ষের অন্তরালে

থেকে জনকনন্দিনীর সকরুণ বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ ক'চ্ছিলাম্, এর মধ্যেই যে দেখি চেতনাশূন্য! সীতাদেবী নিতান্তই পতিগতপ্রাণা; প্রভুর বিচ্ছেদ অসহ্য বিবেচনায় একেবারেই ধরাশায়িনী হ'য়ে প'ড়েছেন। আহা! ও কুসুম-কোমলাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হ'য়ে ও কঠিন মৃত্তিকার আঘাতে, না জানি, কতই বেদনা পেয়েছেন। দুরাচার দশাননের কি কঠিন মন! এমন সরলা সতীকে অনায়াসেই এত কষ্ট দিচ্ছে!! সীতা একান্তই শান্তস্বভাবা, তা' না হ'লে এত দিন পাপমতিকে শাপানলে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তেন।—এখন তবে দেবীর চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা দেখি। (বসনাঞ্চল দ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে করিতে) জনকনন্দিনি!—জনকনন্দিনি!

সীতা। (ক্ষণেক পরে নয়নোন্মীলন করিয়া সরোদনে) হা নাথ! দাসীরে দর্শন দিয়ে কোথায় গেলে? হৃদয়েশ! আবার এ অভাগিনীর হৃদয়াকাশে একবার দেখা দাও। তোমার বিরহে—

সরমা। জনকনন্দিনি! স্থির হও।

সীতা। (সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কে ও? সখী সরমা। (সরোদনে)—হা সখি

সরমে! তুমি কেন আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর্ল্যে? আমি স্বপ্নাবেশে হৃদয়েশের দর্শন পেয়েছিলেম্।—হায়! সেই নিদ্রাই যদি আমার চিরনিদ্রা হ'ত, তা' হ'লে আর আমাকে নাথের বিরহ-বিষে বিকল হ'তে হ'ত না।—সখি! আমার প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায়, এ সময়ে জীবিতেশ্বর আমার কোথায়?

সরমা। জনকনন্দিনি! আর কেন ধরাশায়িনী হ'য়ে পাগলিনী প্রায় ধূলিধূসরিতা হও? বিলাপ সংবরণ কর, আশ্বস্ত হও। সত্বরই আবার সেই রঘুনাথের দর্শন পা'বে।—ওঠ, ওঠ। (হস্তধারণ।)

সীতা। (উত্থান করিয়া) সখি! তোমার সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাক্যতেই এত দিন সীতার দেহে জীবন আছে। সরমে! তুমি ভিন্ন এই রক্ষঃ-পুরীতে আমার মনোবেদনা প্রকাশের আর স্থল নাই। বিধাতা সদয় হ'য়েই তোমাকে আমার সখী ক'রে দিয়েছেন।

সরমা। হায়! লঙ্কাপতির কি নিষ্ঠুর মন! ও চারু অঙ্গের অলঙ্কার গুলিও অপহরণ ক'রেছে!!

সরমা। হায়! লঙ্কাপতির কি নিষ্ঠুব মন! ও চারু অঙ্গের অলঙ্কার গুলিও অপহরণ ক'রেছে!!

তা'র তো সম্পত্তির অভাব নাই, তবে এ কদর্য্য কাজ কর্ল্যে কেন ? বোধ হয়, সীতা-সুন্দরীকে ক্লেশ দেবার কারণেই এ কাজটী ক'রেছে। আহা! সধবার এরূপ বেশ কি কখনো চক্ষে দেখা যায় ?—দেবি ! অনুমতি কর, ও বরাঙ্গ বেশ ভূষায় সজ্জিত ক'রে দিয়ে মনের খেদ দূর করি। দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ কর, অনুমতি দাও।

সীতা। সখি ! পতিই সতীর অলঙ্কার। সেই অমূল্য অলঙ্কারে বঞ্চিত হ'য়ে সামান্য রত্নালঙ্কারে কি প্রয়োজন ? সখি ! তুমি এ অন্যায় অনুরোধ আর ক'রো না ; তোমার মুখে এ কথা কখনো শোভা পায় না। রাবণের কোনো দোষ নাই, আমিই স্বেচ্ছায় এ বেশ ধারণ ক'রেছি। দুরাত্মা যখন আমারে হরণ ক'রে ল'য়ে আ'সে, তখন আমি প্রভুকে জানা'বার জন্যে, অলঙ্কার উন্মোচন ক'রে পথের মধ্যে মধ্যে ফেলে দিই। সেই চিহ্নের অনুসরণে প্রভু যদি আমার অনুসন্ধান পান্, মনে এই আশা ক'রেছিলেম। —হায় ! সে আশায় নিতান্তই নিরাশ হ'লেম্।

সরমা। দেবি ! এখনি হতাশ হও কেন ? শ্রীরামচন্দ্রের আসার আশা এখনো গত হয় নি।—

এত অল্প কালের মধ্যেই বা তিনি কেমন ক'রে লঙ্কাপুরীতে আ'স্‌বেন্‌? আর কিছু কাল অপেক্ষা কর; নিশ্চয়ই আবার সেই নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যামের বামে ব'স্‌বে। সতী স্ত্রীর ক্লেশ কখনো অধিক দিন থাকে না।

সীতা। সখি! আর কেন আমারে বৃথা আশ্বাস দাও? এই অশোক কাননে শোক-হুতাশনে সীতার জীবন দাহন হ'বে। রাবণ, আমারে বৎসরেক কাল অবসর দিয়েছে, সেই কাল পর্য্যন্তই নাথের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ ক'র্ব্বো। আশা পূর্ণ না হয়, গরলাশনে বা বারি প্রবেশে এ পাপ প্রাণ পতন ক'র্ব্বো। (সবিষাদে)—হা প্রভু! দাসীর দুর্দ্দশার একশেষ হ'য়েছে, একবার এসে দর্শন কর। তোমার আশাতেই সীতার দেহে এখনো প্রাণ র'য়েছে।—হা বীরবর দেবর লক্ষ্মণ! এ রক্ষঃপুরী হ'তে হতভাগিনী জনকনন্দিনীর উদ্ধার সাধন কর। তোমাদের অদর্শনে মন বড় ব্যথিত হ'য়েছে।—হা প্রভু! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

সরমা। সতি! অতি সত্বরই সকল দুঃখের শেষ হ'বে; অকারণে হতাশ হ'ও না। রামলক্ষ্মণ,

নিশ্চয়ই রক্ষোবংশ-ধ্বংস ক'বে, তোমারে উদ্ধার ক'র্ব্বেন্। দুরাচার দশানন যখন ও পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছে, তখনি তা'র পরমায়ু শেষ হ'য়েছে। হায়! শূর্পণখার দোষেই লঙ্কাপুরী উচ্ছিন্ন হ'বে। শ্রীরামচন্দ্র নররূপী ভগবান্ গোলোকপতি, তাঁ'র সঙ্গে বিবাদ ক'রে স্বয়ং মৃত্যুপতিও নিষ্কৃতি পান্ না। সময় পূর্ণ হ'লে লোকে আপনার মৃত্যুর ঔষধ আপনিই গলায় পরে——পতঙ্গ, জ্বলন্ত আগুনে নিজেই ইচ্ছা ক'রে পুড়ে মরে। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা ক'বে, তোমারে প্রত্যর্পণ করার জন্য লঙ্কার সমস্ত ধার্ম্মিক লোকে দশাননকে পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু দেবি! যা'র মৃত্যু নিকট, সে কখনো ঔষধ সেবন করে না। দুর্বুদ্ধি তা'দের সেই পরামর্শে কর্ণপাতও ক'চ্ছে না।—হায়! এত দিনের পরে রাক্ষসকুল বুঝি নির্মূল হ'ল! এত দিনের পরে বুঝি লঙ্কার সুখরবি অস্তে গেল! এত দিনের পরে বুঝি দশাননের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হল! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

সীতা। সরমে! মরমে আমার যে বেদনা তা' যদি দেখা'বার উপায় থাক্ত, তবে এখনি হৃদয়

বিদীর্ণ ক'রে তোমারে দেখা'তাম্।—উঃ! নাথের বিরহানলে অন্তঃকরণ জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে।

সরমা। দেবি! তা' আমি সমস্তই জান্তে পাচ্ছি; কিন্তু নিবারণে আমার সাধ্য নাই, সেই জন্যে আমিও মনাগুনে দগ্ধ হ'চ্ছি। দুঃখান্তে সুখ নিশ্চয়ই ঘটনা হ'বে, মনকে আর অনর্থক কষ্ট দিও না।

সীতা। সখি! আর কি বিধাতা দাসীর প্রতি প্রসন্ন হ'বেন্? নাথের বিচ্ছেদ যে আর সহ্য হয় না? উপায় কি করি বল? সরমে!—

(সরোদনে গীত।)

পাহাড়ী।—জলদ্‌তেতালা।

আর কি হইবে বিধি সীতারে সদয় গো!
বিরহ বিষম বিষে বিকল হৃদয় গো।
কোথা রাম নবঘন, বিনে তব দরশন,
চঞ্চল চাতকী মন, তাপে তনু দয় গো।
বরষি মিলন-ধারা, নাশো নয়নেরি ধারা,
পিপাসায় শরাকারা, হেরি শূন্যময় গো!
এ দুখ মম অন্তরে, শৃগাল পশু বর্ব্বরে,
হরির রমণী হরে, এ কি প্রাণে সয় গো!

আমি অভাগিনী সীতা, হ'য়েছি লঙ্কায় নীতা,
অশোক কাননে ভীতা, জীবন সংশয় গো!
প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, থেকো না হ'য়ে নিদয়,
দেখা দাও এ সময়, রাম দয়াময় গো!

সরমা। জনকনন্দিনি! ক্ষান্ত হও। আর ও সব কথায় কাজ নাই। মনকে আশ্বস্ত কর।

সীতা। (বাষ্পগদ্গদস্বরে) প্রিয় সখি! আশা না থা'ক্‌লে জগতে কেউ-ই প্রাণ ধ'র্ত্তে পার্ত্ত না। যে জন মৃত্যু-শয্যায় শয়নে, তা'র মনেও আশা আছে। যে জন দুস্তর সাগরে মগ্ন, তা'র মনেও আশা আছে। যা'র মস্তকের উপর কালফণী দংশনোদ্যত, তা'র মনেও আশা আছে।—সরমে! সেই কুহকিনী আশার আশ্বাসেই দেহে এত দিন জীবন র'য়েছে।

সরমা। দেবি! এখন তবে বিদায় হই। চেড়ীদের আগমনের সময় হ'য়েছে।

সীতা। প্রিয় সখি! কেমন ক'রে তোমারে বিদায় দিই? যতক্ষণ তোমার সঙ্গে একত্রে থাকি, ততক্ষণ সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তুমি প্রস্থান কর্ল্যে, যন্ত্রণা আবার নূতন হ'য়ে উঠে।

সরমা। সতি! আশার বলেই সব সহ্য ক'রে থাকো। দাসী আবার সত্বরই শ্রীচরণ দর্শন ক'র্ব্বে।

সীতা। দেখো সখি! এ দুঃখের সময় তুমিও যেন আবার নিদয়া হ'য়ে থেকো না?

সরমা। সরমার দেহে প্রাণ থাক্তে কখনো সীতার সঙ্গ ত্যাগ ক'র্ব্বে না। দেবি! এখন তবে আসি।—প্রণিপাত করি। (প্রণাম)

সীতা। কল্যাণিনি! চিরসুখিনী হও।

[সরমার প্রস্থান।

ইতি নবম দৃশ্য।

সম্পূর্ণম্।